

## সূরা ৩৯ : যুমার, মাক্কী

৩৯ - سورة الزمر، مَكِّيَّة

(আয়াত ৭৫, রুকু ৮)

(آيَاتُهَا : ٧٥، رُكُوعَاتُهَا : ٨)

## ‘সূরা যুমার’ এর গুরুত্ব

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাফল সিয়াম এমন পর্যায়ক্রমে পালন করতেন যে, আমরা ধারণা করতাম, তিনি বুঝি আর সিয়াম পালন বন্ধই করবেননা। আবার কখনও কখনও এমনও হত যে, তিনি পরপর বেশ কিছু দিন সিয়াম পালন করতেনইনা। শেষ পর্যন্ত আমরা ধারণা করতাম যে, তিনি বুঝি (নাফল) সিয়াম পালনই করবেননা। আর তিনি প্রতি রাতে সূরা ইসরা ও সূরা যুমার পাঠ করতেন। (আহমাদ ২৫৬৬৪, নাসাঈ ৬/৪৪৪)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (গুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। এই কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, আল্লাহর নিকট হতে।	<p>١. تَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ</p> <p>الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ</p>
২। আমি তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি; সুতরাং আল্লাহর ইবাদাত কর তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে।	<p>٢. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ</p> <p>بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ</p> <p>الدِّينَ</p>
৩। জেনে রেখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ	<p>٣. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ</p> <p>وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ</p>

<p>করে তারা বলে : আমরাতো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদের আল্লাহর সান্নিধ্য এনে দিবে। তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ তার ফাইসালা করে দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেননা।</p>	<p>دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ</p>
<p>৪। আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি। তিনিই আল্লাহ এক, প্রবল পরাক্রমশালী।</p>	<p>٤. لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَنَهُ ۚ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ</p>

### তাওহীদকে আঁকড়ে ধরা এবং শির্ককে বর্জন করার আদেশ

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, এই কুরআনুল কারীম তাঁরই কালাম এবং তিনিই এটা অবতীর্ণ করেছেন। এটা যে সত্য এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

إِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

নিশ্চয়ই ইহা (আল কুরআন) জগতসমূহের রাব্ব হতে অবতারিত। জিবরাঈল ইহা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার।

অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরাবী ভাষায়। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৯২-২৯৫)  
মহামহিমাম্বিত আল্লাহ আরও বলেন :

وَأَنَّهُ لَكَتَبٌ عَزِيزٌ ۚ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ  
تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

ইহা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ। কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা।  
সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে  
অবতীর্ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪১-৪২) মহান আল্লাহ এখানে বলেন :

تَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ এই কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী,  
প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে, যিনি তাঁর কথা, কাজ, শারীয়াত, তাকদীর ইত্যাদি  
সব কিছুতেই মহা বিজ্ঞানময়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ আমি  
তোমার নিকট এই কিতাব যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং তুমি নিজে  
আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তার আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিন্তা হয়ে যাও। আর সারা  
দুনিয়াবাসীকে তুমি এদিকেই আহ্বান কর। কেননা আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য  
আর কেহই নেই। তিনি অংশীবিহীন ও অতুলনীয়। দীনে খালেস অর্থাৎ তাওহীদের  
সাক্ষ্যদানের যোগ্য তিনিই। অবিমিশ্র আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য। তাঁর কোন শরীক  
নেই এবং নেই কোন সমকক্ষ কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী। অর্থাৎ তিনি কারও ইবাদাতই কবুল  
করেননা, যদি না তা শুধুমাত্র একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য করা হয় এবং ঐ ইবাদাতে  
অন্য কেহকে শরীক করা না হয়। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে : আমরাতো তাদের পূজা এ জন্যই করি  
যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে। যেমন তারা মালাইকাকে  
আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী মনে করে তাদের ছবি বানিয়ে পূজা-অর্চনা শুরু করে  
এই মনে করে যে, তারা তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিয়ে দিবে। এর  
ফলে তাদের রুযী রোযগারে এবং অন্যান্য বিষয়ে বারাকাত লাভ হবে। তাদের  
উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কিয়ামাতের দিন মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের মর্যাদা  
বাড়িয়ে দিবে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাবে। কেননা তারাতো কিয়ামাতকে  
বিশ্বাসই করেনা। যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) থেকে

কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : তারা তাদেরকে তাদের সুপারিশকারী বলেও কেহ কেহ মনে করত। অজ্ঞতার যুগে তারা হাজ্জ করতে যেত এবং ‘লাব্বাইক’ শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথে এটাও বলত :

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ

হে আল্লাহ! আমরা আপনার দরবারে হাযির আছি। আপনার কোন অংশীদার নেই, শুধু এক অংশীদার রয়েছে, তার মালিকও আপনিই এবং সে যত কিছু মালিক সেগুলোরও প্রকৃত মালিক একমাত্র আপনিই। পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় সমস্ত মুশরিকদের আকীদাহ বা বিশ্বাস এটাই ছিল এবং সমস্ত নাবী এ বিশ্বাস খণ্ডন করে তাদেরকে এক আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। এ আকীদাহ মুশরিকরা বিনা দলীল প্রমাণেই গড়ে নিয়েছিল। তাদের এ ভ্রান্ত নীতিকে আল্লাহ তা‘আলা অনুমোদন করেননি এবং অনুমতিও দেননি। বরং তিনি ঘৃণা করেন এবং নিষেধ করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطُّغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ : ৩৬) অন্যত্র বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

فَاعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এই অহী ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ২৫) সাথে সাথে আল্লাহ তা‘আলা এ ঘোষণা দিয়েছেন যে, আকাশে যত মালাইকা রয়েছে তারা যত বড় মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তারা সবাই আল্লাহর সামনে সম্পূর্ণরূপে অসহায় ও শক্তিহীন। সবাই তাঁর দাস। তাদের এ অধিকারও নেই যে, আল্লাহ তা‘আলার অনুমতি ছাড়া তারা কারও সুপারিশের জন্য মুখ খুলতে পারে। এটা তাদের সম্পূর্ণ ভুল আকীদাহ যে, মালাইকা/ফেরেশতারা এ অধিকার রাখবেন যেমন রাজা-বাদশাহ, মন্ত্রী/রাষ্ট্রপতিদের দরবারে আমীর উমরাহ, উকিল/ব্যারিস্টার ইত্যাদি চালা চামুড়েরা রাখে এবং তারা এমন কারও জন্য সুপারিশ করে যাকে রাজা, মন্ত্রী ইত্যাদিরা

পছন্দ করে কিংবা না'ও করে। কিন্তু সুপারিশের ফলে তারা তাদের কাজে সফল হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ভুল আকীদাহকে এভাবে খণ্ডন করছেন :

فَلَا تَضُرُّوهُ بِاللَّهِ الْأَمْثَالِ

সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন সদৃশ স্থির করনা। (সূরা নাহল, ১৬ : ৭৪)  
তিনি তো বে-মিসাল বা অতুলনীয়। তাঁর সাথে কারও তুলনা চলেনা। তিনি এটা হতে বহু উর্ধ্বে রয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّ اللَّهَ يَخْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ তার ফাইসালা করে দিবেন। প্রত্যেককেই তিনি কিয়ামাতের দিন তার কাজের প্রতিফল প্রদান করবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَيَوْمَ تَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكِ أَهْتَوْلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ

যেদিন তাদের একত্র করবেন এবং মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন : এরা কি তোমাদেরই পূজা করত? মালাইকা বলবে : আপনি পবিত্র, মহান! আমাদের সাহায্যকারী আপনিই, তারা নয়, তারাতো পূজা করত জিনদের এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী। (সূরা সাবা, ৩৪ : ৪০-৪১)  
মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ যে মিথ্যাবাদী ও কাফির আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেননা। অর্থাৎ যাদের উদ্দেশ্য হল আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করা এবং যাদের অন্তরে আল্লাহর নিদর্শনাবলী এবং দলীল প্রমাণাদির উপর কুফরী দৃঢ়মূল হয়ে গেছে তাদেরকে তিনি সুপথে পরিচালিত করেননা। এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐ সব লোকের বিশ্বাসকে খণ্ডন করছেন যারা তাঁর সন্তান সাব্যস্ত করে। যেমন মাক্কার মুশরিকরা বলত যে, মালাইকা/ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা, ইয়াহুদীরা বলত, উযায়ের (আঃ) আল্লাহর পুত্র এবং খৃষ্টানরা বলত যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিলাহ)। তাদের এ আকীদাহ খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

আল্লাহ সন্তান লَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি সন্তান মনোনীত করতেন। অর্থাৎ তারা যা ধারণা করছে, বিষয়টি তার বিপরীত হত। এখানে শর্ত ঘটনার জন্যও নয় এবং সম্ভাবনার জন্যও নয়। বরং এটা সম্ভবই নয় যে, আল্লাহর সন্তান হবে। এখানে উদ্দেশ্য হল শুধু ঐ লোকদের অজ্ঞতার বর্ণনা দেয়া। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ هَوًا لَّاتَّخَذْتَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ

আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম তাহলে আমি আমার নিকট যা আছে তা দিয়েই ওটা করতাম, আমি তা করিনি। (সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ১৭) আর এক আয়াতে রয়েছে :

قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ

বল : দয়াময় 'রাহমানের' কোন সন্তান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৮১) সুতরাং এসব আয়াতে শর্ত ঘটে যাওয়াকে অসম্ভব বলা হয়েছে। এটা ঘটা বা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনাকে বুঝানোর জন্য বলা হয়নি। ভাবার্থ এই যে, এটাও হতে পারেনা এবং ওটাও হতে পারেনা।

سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ আল্লাহ তা'আলা এসব হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি আল্লাহ এক, প্রবল পরাক্রমশালী। সব কিছুই তাঁর অধীনস্থ। সবাই তার কাছে বাধ্য, অপারগ, মুখাপেক্ষী, অভাবী এবং শক্তিহীন। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। সবারই উপর তাঁর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য রয়েছে। যালিমদের এই আকীদাহ ও অজ্ঞতাপূর্ণ কথা হতে তাঁর সন্তা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

৫। তিনি যথাযথভাবে আকাশ-মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা। সূর্য ও চাঁদকে তিনি করেছেন

۵. خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۚ

নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই  
পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট  
কাল পর্যন্ত। জেনে রেখ,  
তিনি পরাক্রমশালী,  
ক্ষমশীল।

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا  
يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ أَلَا هُوَ  
الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

৬। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি  
করেছেন একই ব্যক্তি হতে।  
অতঃপর তিনি তা হতে তার  
সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। তিনি  
তোমাদের দিয়েছেন আট  
প্রকার গৃহপালিত পশু। তিনি  
তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ  
অঙ্ককারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি  
করেছেন। তিনিই আল্লাহ!  
তোমাদের রাব্ব।  
সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি  
ছাড়া কোন মা'বুদ নেই।  
অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে  
কোথায় চলেছ?

٦. خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ  
جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاتَّزَلَ لَكُمْ مِنْ  
الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ ۚ تَخْلُقُكُمْ  
فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ  
بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ  
ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ لَا  
إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَآَنِي تُصِرُّونَ

### একক এবং অংশীবিহীন আল্লাহর ক্ষমতা

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি সবারই সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা এবং  
শাসনকর্তা। দিবস ও রাতের পরিবর্তনও তাঁরই হুকুমে হচ্ছে।

তাঁর নির্দেশক্রমে দিন-  
রাত্রি শৃংখলার সাথে একের পিছনে আর একটি বরাবরই চলে আসছে। একটির  
পর অপরটি আসেনা, এমন কখনই হয়না। যেমন তিনি বলেন :

## يُغْثِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا

তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৫৪) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (কুরতুবী ১৫/২৩৫) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহ্ বলেন :

مَهَانِ السَّمْسِ وَالْقَمَرِ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى মহান আল্লাহ সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন। প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পরিক্রমণ করবে। কিয়ামাত পর্যন্ত এই শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবেনা।

أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ তিনি হলেন মহা পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল। অন্যায়/অপরাধ করার পর তাওবাহ করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

تَنفُسٍ وَاحِدَةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে অর্থাৎ আদম (আঃ) হতে। অথচ মানুষের মধ্যে কতই না পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাদের বর্ণ, চাল-চলন, ভাষা, আচার-আচরণ ইত্যাদি সবই পৃথক পৃথক। আদম (আঃ) হতেই তিনি তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করেন। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

يَتَّخِذُ النَّاسُ أَنْفُسَهُمْ أَزْوَاجًا وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা নিসা, ৪ : ১) আল্লাহ তা'আলার উক্তি :

وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আট প্রকার আন'আম। যদিও 'আন'আম' বলতে গৃহপালিত গরুকে বুঝানো হয়, কিন্তু এর অর্থ আরও ব্যাপক। যে সমস্ত পশু ঘাস, লতা-পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে যেমন ছাগল, ভেড়া, উট, দুগ্ধা ইত্যাদিও আন'আমের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে (৬ : ১৪২-



১৪৪) আয়াতের তাফসীর দেখুন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

تِلْكَ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ  
তোমাদের মাতৃগর্ভের দ্বিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। تِلْكَ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ তিন অন্ধকার হল : গর্ভাশয়ের অন্ধকার, গর্ভাশয়ের উপরের আবরণ বা ঝিল্লীর অন্ধকার যা শিশুকে সুরক্ষিত রাখে এবং পেটের অন্ধকার। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবু মালিক (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/২৫৮, দুররুল মানসুর ৭/২৩৬) যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا أَلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا أَلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أُنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فِتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান হতে। অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিণ্ডে, অতঃপর রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে এবং মাংসপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে; অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দিই মাংস দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে; অতএব নিপুণতম স্রষ্টা আল্লাহ কত কল্যাণময়! (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১২-১৪)

ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَى تُصْرَفُونَ  
তোমাদের রাব্ব। সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ? অর্থাৎ তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি পৃথিবী ও আকাশসমূহ এবং ওর মধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরসহ। তিনিই সার্বভৌমত্বের মালিক এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণে সবকিছু। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

তিনি ছাড়া **ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ** ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নেই। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তোমাদের জ্ঞান-বিবেক সব লোপ পেয়েছে। তা না হলে তোমরা এমন মহান ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের কখনও ইবাদাত করতেনা।

৭। তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন, তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেননা। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তাহলে তিনি তোমাদের জন্য এটাই পছন্দ করেন। একের বোঝা অন্যে বহন করবেনা। অতঃপর তোমাদের রবের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে তিনি তোমাদেরকে তা অবগত করাবেন। অন্তরে যা আছে তা তিনি সম্যক অবগত।

۷. **إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ**

৮। মানুষকে যখন দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে অনুতপ্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তার রাব্বকে ডাকে। কিন্তু পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিস্মৃত হয়ে যায় পূর্বে যাকে সে ডেকেছিল তাঁকে এবং সে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়, অপরকে

۸. **وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ**

তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত করার  
জন্য। বল : কুফরীর জীবন  
অবস্থায় তুমি কিছু কাল  
উপভোগ করে নাও। বস্তুতঃ  
তুমিতো জাহান্নামেরই  
অধিবাসী।

وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ  
سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ  
قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

## আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞকারীকে ভালবাসেন এবং অকৃতজ্ঞকে ঘৃণা করেন

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নিজের পবিত্র সত্তা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি স্বাধীন, বাঁধা-বন্ধনহীন, তিনি তাঁর বান্দাদের মোটেই মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু বান্দারা সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। যেমন কুরআনুল কারীমে মূসার (আঃ) উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে :

إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَأِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ

তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৮) সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের এবং জিনদের পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীদের সবাই সর্বাপেক্ষা পাপী ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির মত হয়ে যাও তাহলে আমার রাজত্বের তিল পরিমাণও হ্রাস পাবেনা কিংবা আমার মর্যাদার অণু পরিমাণও ক্ষতি হবেনা। (মুসলিম ৪/১৯৯৪) মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ  
অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেননা এবং তারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হলে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং আরও বেশী বেশী নি'আমাত দান করেন। এরপর ঘোষিত হচ্ছে :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى  
বদলে অন্যজনকে পাকড়াও করা হবেনা।

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ  
অতঃপর তোমাদের রবের নিকট তোমাদের প্রত্যাভর্তন এবং তোমরা যা

করতে তিনি তোমাদেরকে তা অবগত করাবেন। অন্তরে যা আছে তা তিনি সম্যক অবগত। আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। মানুষের অন্তরে যা রয়েছে তা তিনি সম্যক অবগত আছেন।

## অবিশ্বাসী কাফিরেরা দুঃখের সময় আল্লাহকে ডাকে, অতঃপর দুঃখ-কষ্ট চলে গেলে তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন : وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ : মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার রাক্ষকে ডেকে থাকে। অর্থাৎ মানুষ তার প্রয়োজনের সময় অত্যন্ত বিনয় ও মিনতির সাথে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে এবং তাঁকে এক ও অংশীবিহীন মেনে নেয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهُ ۖ فَلَمَّا خَجَكُمُ إِلَى  
الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৬৭) এ জন্যই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিস্মৃত হয়ে যায় তার পূর্বে যার জন্য সে ডেকেছিল। অর্থাৎ পূর্বে বিপদের সময় সে যে আল্লাহকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ডেকেছিল তা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে যায়। যেমন মহামহিমাবিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبَيْهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَّسَّهُ

আর যখন মানুষকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়েও; অতঃপর যখন আমি তার সেই কষ্ট দূর করে দিই তখন সে

নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল তা মোচন করার জন্য সে যেন আমাকে কখনও ডাকেইনি। (সূরা ইউনুস, ১০ : ১২) অর্থাৎ নিরাপদে থাকা অবস্থায় সে আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করতে শুরু করে।

وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ এবং সে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়, অপরকে তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য। মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ হে নাবী! তুমি বলে দাও : কুফরীর জীবন কিছুকাল উপভোগ করে নাও। বস্তুতঃ তুমি জাহান্নামীদের অন্যতম। এটা একটি শক্ত ধমক ও ভীতি প্রদর্শন। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ

তুমি বল : ভোগ করে নাও, পরিণামে আগুনই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৩০) তিনি আরও বলেন :

تَمَتَّعْتَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ : ২৪)

৯। যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন সময়ে সাজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে সে কি তার সমান যে তা করেনা? বল : যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

۹. أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ

سَاجِدًا وَقَائِمًا تَحَذَّرُ

الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۚ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ

يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰؤُلَاءِ لَعَلَّهُمْ

## আল্লাহর অনুগত ব্যক্তি এবং পাপী কখনও সমান নয়

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি দৈনন্দিন ইবাদাতের সাথে সাথে রাত্রিকালে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকে সে কি ঐ ব্যক্তির মত যে আল্লাহর সাথে শরীক করে এবং তাঁর প্রতিপক্ষ দাঁড় করায়? সে কখনও আল্লাহ তা'আলার নিকট মুশরিকদের সমতুল্য নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَيْسُوا سَوَاءً ۚ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتُولُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

তারা সকলে সমান নয়; আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা গভীর রাত পর্যন্ত আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সাজদাহ করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১১৩)

قُنُوت দ্বারা এখানে সালাতের খুশু'-খুযু' (বিনয় ও নম্রতা) বুঝানো হয়েছে, শুধু দাঁড়ানো অবস্থাকে বুঝানো হয়নি। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে فَاَنُت এর অর্থ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'অনুগত ও বাধ্য' বর্ণিত হয়েছে। (কুরতুবী ১৫/২৩৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান (রহঃ), সুদী (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, اَنَاءَ اللَّيْلِ দ্বারা গভীর রাত বুঝানো হয়েছে।

يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ এই আবেদ লোকেরা একদিকে আল্লাহর ভয়ে থাকেন ভীত-সম্ভ্রান্ত এবং অপরদিকে থাকেন তাঁর করুণার আশা পোষণকারী। সৎকর্মশীলদের অবস্থা এই যে, তাদের জীবদ্দশায় তাদের উপর আল্লাহর ভয় তাঁর রাহমাতের আশার উপর বিজয়ী থাকে। কিন্তু মৃত্যুর সময় ভয়ের উপর আশাই জয়যুক্ত হয়।

ইমাম আব্দ ইব্ন হুমাইদ (রহঃ) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একটি লোকের মৃত্যুর সময় ঘনিজে আসা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট গমন করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন : নিজেকে তুমি কি অবস্থায় পাচ্ছ? উত্তরে লোকটি বলে : নিজেকে আমি এ অবস্থায় পাচ্ছি যে, আমি আল্লাহকে ভয় করছি ও তাঁর রাহমাতের আশা করছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : এরূপ সময়ে যার অন্তরে এ দু'টো জিনিস

একত্রিত হয় তার আশা আল্লাহ পুরা করে থাকেন এবং যা হতে সে ভয় করে তা হতে তাকে মুক্তি দান করেন। (আব্দ ইব্ন হুমাইদ ৪০৪, তিরমিযী ৭/৫৭, নাসাঈ ৬/২৬২, ইব্ন মাজাহ ২/১৪২৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে গারীব বলেছেন।

তামীমুদ্ দারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এক রাতে একশ’টি আয়াত পাঠ করে, তার আমলনামায় সারা রাত্রির ইবাদাতের সাওয়াব লিখা হয়। (আহমাদ ৪/১০৩) ইমাম নাসাঈও (রহঃ) তার ইয়াওমাল লাইলাহ কিতাবে এ কথা উল্লেখ করেছেন।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا

السُّلُبِ সুতরাং এরূপ লোক এবং মুশরিকরা কখনও সমান হতে পারেনা। অনুরূপভাবে যারা আলেম এবং সহীহ আমল করে, আর যারা অনুরূপ আলেম নয় তারাও মর্যাদার দিক দিয়ে কখনও সমান হতে পারেনা। প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তির কাছে এই দুই শ্রেণীর লোকের পার্থক্য প্রকাশমান।

১০। বল (আমার এই কথা)  
ঃ হে আমার মু’মিন বান্দারা!  
তোমরা তোমাদের রাব্বকে  
ভয় কর। যারা এই দুনিয়ায়  
কল্যাণকর কাজ করে তাদের  
জন্য আছে কল্যাণ। প্রশস্ত  
আল্লাহর পৃথিবী,  
ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত  
পুরস্কার দেয়া হবে।

۱۰. قُلْ يٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءٰمَنُوا  
ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ ۖ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي  
هٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ ٱللّٰهِ  
وَٰسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ  
أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

১১। বল : আমি আদিষ্ট  
হয়েছি আল্লাহর আনুগত্যে  
একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদাত  
করতে।

۱۱. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللّٰهَ  
مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ

১২। আর আদিষ্ট হয়েছে,  
আমি যেন আত্ম-  
সমর্পনকারীদের অগ্রণী হই।

۱۲. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ  
الْمُسْلِمِينَ

## তাকওয়া অবলম্বন, হিজরাত করা এবং নিবিষ্ট মনে আল্লাহর ইবাদাত করা

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا  
আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মু‘মিন বান্দাদেরকে স্বীয় রবের আনুগত্যের উপর  
অটল ও স্থির থাকার এবং প্রতিটি কাজে ঐ পবিত্র সত্তার আদেশের প্রতি খেয়াল  
রাখার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, যারা এই দুনিয়ায় কল্যাণকর কাজ করে  
তাদের জন্য আছে মঙ্গল। অর্থাৎ তাদের জন্য ইহজগত ও পরজগত উভয়  
জায়গায়ই কল্যাণ রয়েছে। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ আল্লাহর  
পৃথিবী প্রশস্ত। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : সুতরাং কোন জায়গায় যদি মনোযোগ  
সহকারে আল্লাহর ইবাদাত করতে সক্ষম না হও তাহলে মুশরিকদের থেকে অন্য  
জায়গায় চলে যাও। (তাবারী ২১/২৬৯) আল্লাহর অবাধ্যতার কাজ হতে বাঁচার  
চেষ্টা কর। শির্ককে কোনক্রমেই স্বীকার করনা। আওয়াযী (রহঃ) বলেন :  
ধৈর্যশীলদেরকে বিনা মাপে ও ওযনে এবং বিনা হিসাবে প্রতিদান দেয়া হয়।  
জান্নাত তাদেরই বাসস্থান। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া  
সাল্লামকে বলছেন :

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ

الْمُسْلِمِينَ তুমি বলে দাও : আমাকে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদাত করার  
নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমাকে এটাও আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন  
আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই। অর্থাৎ আমি যেন আমার সমস্ত উম্মাতের পূর্বে  
নিজেই আত্মসমর্পণকারী হই এবং আমার রবের অনুগত এবং তাঁর নির্দেশাবলী  
পালনকারী হই।



<p>১৩। বল : আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই তাহলে আমি ভয় করি মহা দিনের শাস্তির।</p>	<p>۱۳. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ</p>
<p>১৪। বল : আমি ইবাদাত করি আল্লাহরই, তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে।</p>	<p>۱۴. قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي</p>
<p>১৫। অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদাত কর। বল : কিয়ামাত দিবসে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিবারবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জেনে রেখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।</p>	<p>۱۵. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۚ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ</p>
<p>১৬। তাদের জন্য থাকবে তাদের উর্ধ্বদিকে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিম্নদিকেও আচ্ছাদন। এ দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দারা! তোমরা আমাকে ভয় কর।</p>	<p>۱۶. لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَعْبَادُونَ فَاتَّقُونِ</p>

### অন্তরে আল্লাহর শাস্তির ভয় পোষণ করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ**।  
**قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي** হে মুহাম্মাদ! তুমি ঘোষণা করে দাও : যদিও

আমি আল্লাহর রাসূল, তবুও আমি আল্লাহর আযাব হতে নির্ভয় নই। আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই তাহলে কিয়ামাতের দিন আমিও আল্লাহর আযাব হতে বাঁচতে পারবনা। এই বর্ণনাটি শর্তযুক্ত। এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলার অর্থ হল, তাঁর আমলে যদিও কোন ঘাটতি বা কমতি নেই তথাপি তাঁকেই যদি কোন ছাড় দেয়া না হয় তাহলে অন্য লোকদের উচিত আল্লাহর অবাধ্যতা হতে আরও বহুগুণ বেশী বেঁচে থাকতে সচেষ্ট থাকা। হে নাবী! তুমি আরও ঘোষণা করে দাও : আমি ইবাদাত করি আল্লাহরই, তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে। অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদাত কর। এতেও ভীতি প্রদর্শন ও ধমক রয়েছে, অনুমতি নয়।

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কিয়ামাতের দিন পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই হবে যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করে। কিয়ামাতের দিন তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এসে যাবে এবং তারা আর কখনও একত্রিত হতে পারবেনা। তাদের পরিজনবর্গ হয়ত জান্নাতে গেল আর কেহ কেহ গেল জাহান্নামে অথবা সবাই জাহান্নামে গেলে মন্দভাবে একে অপর হতে সরে থাকবে এবং হতবুদ্ধি ও চিন্তিত থাকবে। এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلٌلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلٌلٌ

অতঃপর জাহান্নামে তাদের অবস্থার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, তাদের জন্য থাকবে তাদের উর্ধ্বদিকে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিম্নদিকেও আচ্ছাদন। যেমন মহামহিমাবিত্ত আল্লাহ বলেন :

هُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

তাদের জন্য হবে জাহান্নামের (আগুনের) শয্যা এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও হবে (আগুনের তৈরী) চাদর, এমনভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৪১) অন্য আয়াতে রয়েছে :

يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

সেদিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে উর্ধ্ব ও অধঃদেশ হতে এবং তিনি বলবেন : তোমরা যা করতে তার স্বাদ আশ্বাদন কর। (সূরা আনকাবূত, ২৯ :

৫৫) মহান আল্লাহ বলেন :

ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ এতদ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন তাঁর প্রকৃত শাস্তি হতে যে, নিশ্চিত রূপে ঐ শাস্তি দেয়া হবে। সুতরাং তাঁর বান্দাদের সতর্ক হওয়া উচিত এবং পাপ কাজ ও আল্লাহর অবাধ্যাচরণ পরিত্যাগ করা তাদের একান্তভাবে কর্তব্য। তাই তিনি বলেন :

يَا عِبَادَ فَاتَّقُوا هَذَا হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার পাকড়াও, আমার শাস্তি, আমার ক্রোধ এবং আমার প্রতিশোধ ও হিসাব গ্রহণকে ভয় কর।

<p>১৭। যারা তাগুতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে।</p>	<p>١٧. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبَشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادَ</p>
<p>১৮। যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং ওর মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে তাদেরকে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বোধশক্তি সম্পন্ন।</p>	<p>١٨. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُؤْتَوْنَ الْأَلْبَابَ</p>

### উত্তম আমলকারীদের জন্য রয়েছে সুখবর

আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত দু'টি যায়িদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইল (রাঃ), আবু যার (রাঃ) এবং সালমান ফারসীর (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২১/২৭৪) কিন্তু সঠিক কথা এই যে, এ আয়াত দু'টি যেমন এই মহান ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, অনুরূপভাবে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের

ইবাদাত করা থেকে বিরত থাকে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকে। এ ধরনের লোকদের জন্য উভয় জগতে সুসংবাদ রয়েছে। যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং ওর মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে, এই প্রকৃতির লোকদেরকে মহান আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং এরাই বোধশক্তি সম্পন্ন। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মূসাকে (আঃ) তাওরাত প্রদানের সময় বলেছিলেন :

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا

এই হিদায়াতকে দৃঢ় হস্তে শক্তভাবে গ্রহণ কর এবং তোমার সম্প্রদায়কে এর সুন্দর সুন্দর বিধানগুলি মেনে চলতে আদেশ কর। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৪৫)

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ তাদেরকে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেন।

অর্থাৎ এখানে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা হলেন ঐ ব্যক্তিবর্গ, আল্লাহ যাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সৎ পথে পরিচালিত করেছেন।

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّبِعُونَ তারা হলেন ঐ দল যারা ন্যায়ানুগ পথ অবলম্বন করেন এবং যাদের রয়েছে সঠিক মন-মানসিকতাপূর্ণ হৃদয়।

<p>১৯। যার উপর দন্ডাদেশ অবধারিত হয়েছে, তুমি কি রক্ষা করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে যে জাহান্নামে আছে?</p>	<p>১৯. أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ</p>
<p>২০। তবে যারা তাদের রাব্বকে ভয় করে তাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ, যার উপর নির্মিত আরও প্রাসাদ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননা।</p>	<p>২০. لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ هُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا تُخْلَفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ</p>

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : হে নাবী! হতভাগ্য হওয়া যার তাকদীরে লিখা আছে তুমি তাকে সুপথ প্রদর্শন করতে পারবেনা। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কে এমন আছে যে, তাকে পথ দেখাতে পারে? তোমার দ্বারা এটা সম্ভব নয় যে, তুমি তাকে সুপথে আনতে পারবে এবং আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারবে।

مَنْ فَوْقَهَا غَرْفٌ مَبْنِيَّةٌ তবে হ্যাঁ, যারা তাদের রাব্বকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে বহু প্রাসাদ, যার উপর নির্মিত রয়েছে আরও প্রাসাদ। সমস্ত আসবাবপত্র ওগুলির মধ্যে সুন্দরভাবে সজ্জিত রয়েছে। প্রাসাদগুলি প্রশস্ত, সুউচ্চ ও সুদৃশ্য।

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : জান্নাতে এমন কক্ষসমূহ রয়েছে যেগুলির ভিতরের অংশ বাহির হতে এবং বাহিরের অংশ ভিতর হতে দেখা যায়। তখন একজন বেদুইন জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এগুলি কাদের জন্য? তিনি জবাবে বললেন : এগুলি তাদের জন্য যারা কথাবার্তায় কোমল হয়, (ক্ষুধার্তকে) আহার করায় এবং রাত্রিকালে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে তখন উঠে (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করে। (আহমাদ ১/১৫৫, তিরমিযী ৭/২৩১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

সাহল ইব্ন সা‘দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : জান্নাতীরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে দেখবে যেমনভাবে তোমরা আকাশের প্রান্তে তারকাগুলি দেখে থাক। তিনি বলেন, আমি বিষয়টি নুমান ইব্ন আবী আইয়াশকে (রহঃ) জানালে তিনি বললেন, আমি আবু সাঈদ খুদরীকে (রাঃ) এভাবে বর্ণনা করতে শুনেছি : তুমি যেমনভাবে পূর্বের কিংবা পশ্চিমের আকাশের দিকচক্রবাল দেখতে পাও। (আহমাদ ৫/৩৪০, ফাতহুল বারী ১১/৪২৪, মুসলিম ৪/২১৭৭)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ফাজারা (রহঃ) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হুলাইহ (রহঃ) আমাদের কাছে বলেছেন, তিনি হিলাল ইব্ন আলী (রহঃ) হতে, তিনি ‘আতা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : জান্নাতীরা জান্নাতের উঁচু উঁচু স্থান থেকে একে অপরকে দেখতে পাবে, তোমরা যেমন কোন উঁচু স্থান থেকে দিগন্ত রেখার উজ্জ্বল তারকাসমূহ দেখতে পাও। তাদের মাঝের মর্যাদার স্তরও এমনি দূরত্বের হবে।

তারা প্রশ্ন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম!

আপনি যাদের কথা বলছেন তারা কি জানাতে যে নাবী/রাসূলগণ থাকবেন তাদের মর্যাদার ব্যাপারে বলছেন? তিনি বললেন : না, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! বরং তারা হল ঐ সমস্ত লোক যারা আল্লাহ এবং তাঁর নাবী/রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছে। (আহমাদ ২/৩৩৯, তিরমিযী ৭/২৭২) মহান আল্লাহ বলেন :

عَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَاتِ  
প্রাসাদগুলির পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং তা এমন যে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে পৌঁছাতে পারে এবং যখন যতটুকু ইচ্ছা প্রবাহিত করতে পারে। মু'মিন বান্দাদেরকে আল্লাহ এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা কখনও তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননা।

২১। তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন; অতঃপর ভূমিতে নির্বার রূপে প্রবাহিত করেন এবং তদ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর ওটা শুকিয়ে যায় এবং তোমরা ওটা পীত বর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তিনি ওটা খড়কুটায় পরিণত করেন? এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য।

۲۱. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

২২। আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার রবের আলোকে আছে সে কি তার সমান (যে এরূপ নয়) ; দুর্ভোগ সেই

۲۲. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ

কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য  
যারা আল্লাহর স্মরণে পরানুখ!  
তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ  
اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

### দুনিয়ার জীবনের তুলনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যে পানি রয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে আকাশ হতে অবতীর্ণ পানি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

এবং আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৪৮)  
এই পানি যমীন শুষে নেয় এবং ভিতরে ভিতরেই তা ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর প্রয়োজন অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা তা বের করেন এবং ছোট-বড় বিভিন্ন প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাছ বলেন :

فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ অতঃপর ভূমিতে নির্ঝর রূপে প্রবাহিত করেন।  
সাদ্দ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং আমির আশ শা'বি (রহঃ) বলেন, পৃথিবীতে যত পানি রয়েছে তার মূল উৎপত্তি আকাশ হতে। (দুররুল মানসুর ৭/২১৯) সাদ্দ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন : এর উৎস হল বরফ। অর্থাৎ পাহাড়ের সাথে বরফ জমা হতে হতে ওর পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর ঝর্ণার মাধ্যমে তা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلَفًا أَلْوَانُهُ এবং তদ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন।  
আকাশ হতে বৃষ্টির মাধ্যমে অথবা ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়ে যে পানি বিভিন্ন নদ-নদীতে গিয়ে পৌঁছে সেই পানির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন বর্ণের ও স্বাদের ফল-ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন যার এক একটি দেখতে, স্বাদে এবং আকারে ভিন্ন ভিন্ন। প্রস্রবণ ও ঝর্ণার পানি জমিতে পৌঁছে যায়, যার ফলে জমির ফসল সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে যা বিভিন্ন রংয়ের, বিভিন্ন গন্ধের, বিভিন্ন স্বাদের এবং বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে।

ثُمَّ يَهِيْجُ فِتْرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا তারপর শেষ সময়ে ওর যৌবন বার্ধক্যে এবং শ্যামলতা হলুদে পরিণত হয়। এরপর শুষ্ক হয়ে যায় এবং

পরিশেষে কেটে নেয়া হয়।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لَأُولِي الْأَلْبَابِ এতে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ। অজ্ঞরা এটুকুও বুঝেনা যে, দুনিয়ার অবস্থাও অনুরূপ। আজ যে ব্যক্তি যুবক ও সুন্দররূপে পরিলক্ষিত হয়, কাল ঐ ব্যক্তিকেই বৃদ্ধ ও কদাকার রূপে দেখা যায়। আজ যে লোকটি নব যুবক ও বলবান, কালই ঐ লোকটি হয়ে পড়ে বৃদ্ধ, কুৎসতি ও দুর্বল। পরিশেষে সে মৃত্যুর শিকার হয়ে যায়। সুতরাং যারা জ্ঞানী তারাই পরিণামের কথা চিন্তা করে। উত্তম ঐ ব্যক্তি যার পরিণাম হয় উত্তম। অধিকাংশ জায়গায় পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টি দ্বারা উৎপাদিত শস্য ও ক্ষেতের সাথে দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَّثَلًا الْخَيْوَةَ الدُّنْيَا كَمَا أَهْلَ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

তাদের কাছে পেশ কর পার্থিব জীবনের উপমা - এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যদ্বারা ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়, অতঃপর তা বিগুচ্ছ হয়ে এমন চূর্ণ বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৪৫)

## সত্যের পথিক এবং বিভ্রান্তরা কখনও সমান নয়

এরপর মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ আল্লাহ যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার রবের আলোকে আছে, সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? অর্থাৎ যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আর যে সত্য হতে দূরে সরে আছে তারা কি কখনও সমান হতে পারে? যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا



এমন ব্যক্তি - যে ছিল প্রাণহীন, অতঃপর তাকে আমি জীবন দান করি এবং তার জন্য আমি এমন আলোকের ব্যবস্থা করে দিই, যার সাহায্যে সে জনগণের মধ্যে চলাফিরা করতে থাকে, সে কি এমন কোন লোকের মত হতে পারে যে ডুবে আছে অন্ধকারে এবং তা হতে বের হওয়ার পথ পাচ্ছেনা? (সূরা আন'আম, ৬ : ১২২) সুতরাং এখানেও আল্লাহ তা'আলা পরিণাম সম্পর্কে বলেন :

لَلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয়ের ব্যক্তিদের জন্য যারা আল্লাহর স্মরণে বিনীত হৃদয় নয়! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। অর্থাৎ যাদের অন্তর আল্লাহর যিক্র দ্বারা নরম হয়না, আল্লাহর হুকুম মানার জন্য যারা প্রস্তুত হয়না, রবের সামনে যারা বিনয় প্রকাশ করেনা, আল্লাহকে যারা ভয় করেনা তাদের জন্য দুর্ভোগ! তারা প্রকাশ্যভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

২৩। আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা তাদের রাব্বকে ভয় করে তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে; এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।

۲۳. اللَّهُ تَزَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ  
كِتَابًا مُّتَشَبِّهًا مِّثْلِي تَقْشَعُرُ  
مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ  
رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ  
إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ  
يَهْدِي بِهِ ۖ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ  
يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

### কুরআনের গুণাগুণ

এখানে মহামহিমাম্বিত আল্লাহ স্বীয় কুরআন আযীমের প্রশংসা করছেন যা তিনি স্বীয় রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন। তিনি বলেন :

اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي

উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা পরস্পর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : এর অর্থ হচ্ছে কুরআনের এক অংশ অন্য অংশের সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একই কথা অভিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। (তাবারী ২১/২৭৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : কুরআনের এক একটি আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কোন কোন শব্দও অনুরূপ। (তাবারী ২১/২৭৯) যাহহাক (রহঃ) বলেন : ইহা অভিন্নভাবে কুরআনের বিভিন্ন অংশে বর্ণনা করার কারণ এই যে, মানুষ যেন এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে যে, তাদের রাব্ব তাদেরকে কি বুঝাতে চান। ইকরিমাহ (রহঃ) এবং হাসান (রহঃ) বলেন : এমন কোন কোন আয়াত রয়েছে যা কোন এক সূরায় বলা হয়েছে, আবার অন্য সূরায়ও অনুরূপ আয়াত বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বর্ণনা করেন, পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করার অর্থ হল কুরআনের কোন অংশ অন্য অংশের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (তাবারী ২১/২৭৯) কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি **مُتَشَابِهًا مَثَانِي** এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন যে, সুফিয়ান ইব্ন উআইনাহ (রহঃ) বলেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে কুরআনের কোন কোন অংশ কোন এক বিষয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছে যা অন্য অংশে অন্য কিছুর ব্যাপারে বুঝানো হয়েছে। আবার যেভাবে ঐ অংশটি বর্ণনা করা হয়েছে আসলে ভাবার্থে তার বিপরীত বিষয়কে বুঝানো হয়েছে অথবা এর সাথে ওর বিপরীতটিরও বর্ণনা রয়েছে। যেমন মু'মিনদের বর্ণনার সাথে সাথে কাফিরদের বর্ণনা, জান্নাতের বর্ণনার সাথে সাথেই জাহান্নামের বর্ণনা ইত্যাদি। যেমন বলা হয়েছে :

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سَجِيمٍ

পুণ্যবানগণতো থাকবে পরম সুখ সম্পদে এবং দুস্কর্মকারীরা থাকবে জাহান্নামে। (সূরা ইনফিতার, ৮২ : ১৩-১৪)

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سَجِينٍ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِينٌ. كِتَابٌ مَّرْقُومٌ. وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. وَمَا يُكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. كَلَّا بَلْ رَانَ

عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَجُوبُونَ. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ

না, না, কখনই না; পাপাচারীদের ‘আমলনামা নিশ্চয়ই সিঁজীনে থাকে; সিঁজীন কি তা কি তুমি জান? ওটা হচ্ছে লিখিত পুস্তক। সেদিন মন্দ পরিণাম হবে মিথ্যাচারীদের যারা কর্মফল দিনকে অস্বীকার করে, আর সীমা লংঘনকারী মহাপাপী ব্যতীত কেহই ওকে মিথ্যা বলতে পারেনা। তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে : এটাতো পুরাকালীন কাহিনী। না, এটা সত্য নয়, বরং তাদের কৃতকর্মের ফলেই তাদের মনের উপর মরিচা জমে গেছে। না, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের রবের সাক্ষাত হতে অন্তরীণ থাকবে; অনন্তর নিশ্চয়ই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে; অতঃপর বলা হবে : এটাই তা যা তোমরা অস্বীকার করতে। অবশ্যই পুণ্যবানদের ‘আমলনামা ইল্লিয়ীনে থাকবে। (সূরা মুতাফফিফিন, ৮৩ : ৭-১৮)

هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ. جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُّفْتَحَةٌ لَهُمْ. الْأَبْوَابُ. مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكَهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ. وَعِنْدَهُمْ قَنْصَرَاتُ الطَّرَفِ أَتْرَابٌ. هَذَا مَا تُوَعَّدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ. إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ تَفَافٍ. هَذَا وَإِنَّ لِلطَّيِّغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ

এটা এক স্মরণীয় বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস - চিরস্থায়ী জান্নাত, তাদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে যার দ্বার। সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দিবে। আর তাদের পার্শ্বে থাকবে আনত নয়না সমবয়স্কা তরুণীরা। এটাই হিসাব দিনে তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি। এটাই আমার দেয়া রিয্ক যা নিঃশেষ হবেনা। এটা একরূপই! আর সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম ঠিকানা। (সূরা সা'দ, ৩৮ : ৪৯-৫৫)

দেখা যায় যে, সৎ লোকদের বর্ণনা দেয়ার পরেই পাপীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, ইল্লীনের বর্ণনার সাথেই সিঁজীনের বর্ণনা রয়েছে, আল্লাহতীরাবাদের

বর্ণনার সাথেই রয়েছে আল্লাহদ্রোহীদের বর্ণনা এবং জান্নাতের বর্ণনা দেয়ার সাথে সাথেই জাহান্নামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। **مَثَانِي** এর অর্থ এটাই। আর **مُتَشَابِهَات** ঐ আয়াতগুলিকে বলা হয় যেগুলি একই প্রকারের বর্ণনায় মিলিতভাবে চলে আসে। এখানে এই শব্দের অর্থ এটাই। আর যেখানে নিম্ন আয়াতটি রয়েছে সেখানে অন্য অর্থ।

**مِنْهُ ءَايَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ**

তিনিই তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যাতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ রয়েছে, ওগুলি গ্রন্থের জননী স্বরূপ এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ অস্পষ্ট। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৭) মহান আল্লাহ বলেন :

**تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ** যারা তাদের রাব্বকে ভয় করে, তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। শাস্তি ও ধমকের কথা শুনে তাদের অন্তর কেঁপে উঠে এবং তাদের শরীরের পশম খাড়া হয়ে যায়। তখন তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মহান আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাঁর করুণা ও স্নেহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তারা আশান্বিত হয়। সুতরাং বিভিন্ন কারণে তাদের অন্তর অসং লোকদের কালো অন্তর হতে সম্পূর্ণ পৃথক।

**প্রথমতঃ** এরা আল্লাহর কালাম মনোযোগের সাথে শোনে, আর অন্যেরা গান-বাজনায় লিপ্ত থাকে।

**দ্বিতীয়তঃ** তাদের সম্মুখে যখন আর রাহমানের (আল্লাহর) কোন বাণী পাঠ করা হয় তখন তারা বিনীতভাবে সাজদাহয় লুটিয়ে পড়ে ভয়, আশঙ্কা, আশা ও ভালবাসা অন্তরে রেখে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহ বলেন :

**إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ**

নিশ্চয়ই মু'মিনরা এরূপই হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর নাম

উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়, আর তারা নিজেদের রবের উপর নির্ভর করে। যারা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে। এরাই সত্যিকারের ঈমানদার, এদের জন্য রয়েছে তাদের রবের সন্নিধানে উচ্চ পদসমূহ, আরও রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। (সূরা আনফাল, ৮ : ২-৪)

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ تَحْزُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا

এবং যারা তাদের রবের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে ওর প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করেনা। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭৩) তারা যখন কোন আয়াত শ্রবণ করে তখন তাড়াহুড়া না করে মনোযোগসহকারে শোনে এবং ওর অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করে। অতঃপর তারা ওর উপর আমল করে এবং যথাস্থানে সাজদাহ করে। তারা ওদের মত নয় যারা কিছু না বুঝে অন্ধের মত অন্যদের অনুসরণ করে।

তৃতীয়তঃ তারা সত্যকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে, যেমন সাহাবীগণ যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কোন কিছু শ্রবণ করতেন তখন তা আমল করতে সচেষ্ট থাকতেন। আল্লাহর স্মরণে মু’মিনদের হৃদয় প্রশান্ত হয় এবং শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তাদের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায়না। তারা হৈ হুল্লোর, চোঁচামেটি করেনা, বরং শান্ত মনে, ভীর্ণ অন্তরে অতি বিনয়ের সাথে উপবেশন করে, যার সাথে অন্য কোন কিছুর তুলনা হতে পারেনা। তারা তাদের রবের কাছ থেকে উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্ত দল - ইহকালে এবং পরকালেও। আবদুর রায়যাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, মা’মার (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ

وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ এতে যারা তাদের রাব্বকে ভয় করে তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে - এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন : ইহাই হল আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের চরিত্র। তিনি বলেন : আল্লাহর স্মরণে প্রকৃত মু’মিনের দেহ রোমাঞ্চিত হয়, চক্ষু অশ্রুশক্তি হয় এবং অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। তিনি এ কথা বলেননি যে, তাদের মন উদাস হয়ে যায় কিংবা বিষন্ন হয়। উহা হল বিদ‘আতী এবং তাদের দোসরদের মনের প্রতিক্রিয়া। আর এর উদ্ভব হল শাইতানের

তরফ থেকে। এরপর মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

أَفَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَهْدِي اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ এটাই আল্লাহর পথ-নির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দ্বারা পথ-প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ-প্রদর্শক নেই।

২৪। যে ব্যক্তি কিয়ামাত দিবসে তার মুখমন্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাবে সে কি তার মত যে নিরাপদ? যালিমদের বলা হবে, তোমরা যা অর্জন করতে তার শাস্তি আশ্বাদন কর।

٢٤. أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ

২৫। তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল, ফলে শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল তাদের অজ্ঞাতসারে।

٢٥. كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَّتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

২৬। ফলে আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করালেন এবং আখিরাতের শাস্তিতো কঠিনতর, যদি তারা জানত!

٢٦. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

### মু'মিনগণের শেষ গন্তব্য স্থল

আল্লাহ তা'আলা বলেন : أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামাতের দিন যে ব্যক্তি তার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাবে সে কি

তার মত যে নিরাপদ? তাকে ভর্তসনা করা হবে এবং তার মত অন্যায় অপরাধকারীকে বলা হবে :

ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ তোমরা যা অর্জন করতে তার শাস্তি আশ্বাদন কর। এ ধরনের লোক কি তাদের মত যারা কিয়ামাত দিবসে উপস্থিত হবে নিশ্চিত ও নিশ্চয়তাসহ? যেমন মহামহিমাবিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

যে ব্যক্তি মুখে ভর দিয়ে ঝুকে চলে সে কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি যে সরল পথে চলে? (সূরা মুল্ক, ৬৭ : ২২) মহামহিমাবিত আল্লাহ আরও বলেন :

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ

যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে সেই দিন বলা হবে : জাহান্নামের যন্ত্রণা আশ্বাদন কর। (সূরা কামার, ৫৪ : ৪৮) অন্যত্র তিনি বলেন :

أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ

শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, নাকি যে কিয়ামাত দিবসে নিরাপদে থাকবে সে? (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪০) এখানে এই আয়াতের ভাবার্থ এটাই। কিন্তু এক প্রকারের বর্ণনা দিয়ে দ্বিতীয় প্রকারকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কেননা এর দ্বারা ঐ প্রকারকেও বুঝা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. فَأَذَاقَهُمُ

اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল এবং রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল তাদের অজ্ঞাতসারে। ফলে আল্লাহর শাস্তি তাদেরকে পার্থিব জীবনেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত করল এবং কেহই তা রদ করতে পারলনা। আর পরকালের কঠিন শাস্তি তো তাদের জন্য বাকী আছেই। সুতরাং তাদেরকে সাবধান করা হচ্ছে যারা সর্বোত্তম এবং সর্বশেষ নাবীকে অস্বীকার/প্রত্যাখ্যান করছে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ভয় প্রদর্শন করছেন যে, দুনিয়ায় তাদের প্রতি যে শাস্তি আপতিত

হচ্ছে তা আখিরাতের তুলনায় অতি নগন্য, যা হবে অতি ভয়াবহ এবং কঠোরতম।

<p>২৭। আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্ব প্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।</p>	<p>۲۷. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ</p>
<p>২৮। আরাবী ভাষার এই কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।</p>	<p>۲۸. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ</p>
<p>২৯। আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন : এক ব্যক্তির মালিক অনেক যারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন এবং এক ব্যক্তির মালিক শুধু একজন; এই দুইয়ের অবস্থা কি সমান? প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য; কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা।</p>	<p>۲۹. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ</p>
<p>৩০। ভূমিতো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।</p>	<p>۳۰. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ</p>
<p>৩১। অতঃপর কিয়ামাত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের রবের সামনে বাকবিতণ্ডা করবে।</p>	<p>۳۱. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ</p>



## শিরকের তুলনা

আমি وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্ব প্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। দৃষ্টান্ত দ্বারা কথা সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা নানা প্রকার দৃষ্টান্ত পেশ করেন যেন মানুষ ভালভাবে বুঝতে পারে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

(আল্লাহ) তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন : তোমাদেরকে আমি যে রিয়ক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেহ কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ তোমরা পরস্পরকে ভয় কর? এভাবেই আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশনাবলী বিবৃত করি। (সূরা রুম, ৩০ : ২৮) অন্যত্র তিনি বলেন :

وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

মানুষের জন্য এ সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকি, কিন্তু শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে। (সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৪৩) মহান আল্লাহ বলেন :

فَرَأَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِجٍّ لَّهُمْ يَتَّقُونَ আরাবী ভাষায় এই কুরআন বক্তৃতামুক্ত। অর্থাৎ এই কুরআন স্পষ্ট আরাবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে নেই কোন বক্তৃতা এবং নেই কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। এতে রয়েছে খোলাখুলি দলীল ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি, যাতে মানুষ এগুলি পড়ে ও বুঝে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে। তারা যেন এর শাস্তি সম্বলিত আয়াতগুলি পড়ে দুর্কর্মসমূহ পরিত্যাগ করতে পারে এবং এর সাওয়াবের আয়াতগুলির প্রতি দৃষ্টি রেখে সং আমলের প্রতি আগ্রহী হয়।

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ

مَثَلًا এরপর মহান আল্লাহ একাত্মবাদী ও অংশীবাদীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যে, একজন গোলামের প্রভু অনেক এবং তারাও আবার পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। আর অন্য একজন গোলামের শুধুমাত্র একজন প্রভু। ঐ প্রভু ছাড়া তার উপর অন্য কারও আধিপত্য নেই। এ দু'জন কি কখনও সমান হতে পারে? কখনও নয়। অনুরূপভাবে একাত্মবাদী, যে শুধু এক ও অংশীবিহীন আল্লাহরই ইবাদাত করে এবং মুশরিক, যে তার বহু মা'বুদ বানিয়ে রেখেছে, এ দু'জনও কখনও সমান হতে পারেনা। এ দু'জনের মধ্যে আসমান ও যমীনের পার্থক্য রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, এই আয়াতের মাধ্যমে মানুষকে শিরকের অসারতা এবং তাওহীদের বাস্তবতা সুন্দরভাবে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/২৮৫) এর পরেও মহান আল্লাহর সাথে একমাত্র ঐ ব্যক্তি শরীক স্থাপন করতে পারে যে একেবারে অজ্ঞান, যার মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই।

الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য; কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা। অর্থাৎ সত্যকে প্রকাশ করা এবং স্থায়ী করার একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ। তিনি যখন যা চান তখন তা হয়। কিন্তু আদম সন্তান তা বুঝেও বুঝতে চায়না। তাই তারা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করে এবং তাদের পূজা করে।

## রাসূল (সাঃ) মারা গেছেন এবং কুরাইশরা আল্লাহর সামনে তর্ক করবে

আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তি :  
إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ নিশ্চয়ই তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। এবং

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ  
أَنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ  
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

এবং মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয়ই তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত হয়েছে, অনন্তর যদি তার মৃত্যু হয় অথবা সে নিহত হয় তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপদে ফিরে যাবে? এবং যে কেহ পশ্চাদপদে ফিরে যায় তাতে সে আল্লাহর

কোনই অনিষ্ট করবেনা এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার প্রদান করেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪৪) এই আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তিকালের পর তাঁর মৃত্যুর প্রমাণ হিসাবে পাঠ করেন এবং জনগণকে বুঝিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইত্তিকাল করেছেন। তাঁর এ কথা শুনে সবারই বিশ্বাস হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই ইত্তেকাল করেছেন। আয়াতের ভাবার্থ এই যে, সবাই এই দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণকারী এবং আখিরাতে সবাই আল্লাহ তা‘আলার নিকট একত্রিত হবে। সেখানে আল্লাহ তা‘আলা অংশীবাদী ও একাত্মবাদীদের মধ্যে পরিষ্কারভাবে ফাইসালা করবেন এবং সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তাঁর চেয়ে উত্তম ফাইসালাকারী ও বড় জ্ঞানী আর কে আছে? ঈমানদার, একাত্মবাদী এবং সুন্নাতের পাবন্দী ব্যক্তি সেদিন মুক্তি পাবে এবং মুশরিক, কাফির ও মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী পূজারীরা কঠিন শাস্তির শিকার হবে। অনুরূপভাবে দুনিয়ায় যে দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া ও বিরোধ ছিল, তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাযির করা হবে এবং মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ তাদের মধ্যে ফাইসালা করবেন।

ইব্ন যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন **ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ** এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন যুবাইর (রাঃ) বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিয়ামাতের দিন কি (দুনিয়ার) ঝগড়ার পুনরাবৃত্তি হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তখন যুবাইর (রাঃ) বলেন : তাহলেতো এটা খুবই কঠিন ব্যাপার হবে। (দুররুল মানসুর ৫/৬১৪) মুসনাদের এই হাদীসেই এও রয়েছে :

এ **إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ** . **ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ** تَخْتَصِمُونَ আয়াতগুলি অবতীর্ণ হলে যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রাঃ) বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দুনিয়ায় আমাদের মধ্যে যে ঝগড়া-বিবাদ রয়েছে, কিয়ামাতের দিন ওটারই কি পুনরাবৃত্তি করা হবে? সাথে সাথে ওর পাপ সম্বন্ধেও কি প্রশ্ন করা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : হ্যাঁ, অবশ্যই পুনরাবৃত্তি হবে এবং হকদারকে পূর্ণ হক দেয়া হবে। এ কথা শুনে যুবাইর (রাঃ) বলেন : তাহলেতো তা হবে কঠিন ব্যাপার। (আহমাদ ১/১৬৪, তিরমিযী ৯/২৮৯)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ)

বলেন যে, ঐ দিন প্রত্যেক সত্যবাদী মিথ্যাবাদীর সাথে, প্রত্যেক অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারীর সাথে, প্রত্যেক সুপথপ্রাপ্ত ব্যক্তি পথভ্রষ্ট ব্যক্তির সাথে এবং প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি সবল ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করবে।

ইব্ন মানদাহ (রহঃ) কিতাবুর রুহ এর মধ্যে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, জনগণ কিয়ামাতের দিন ঝগড়া করবে, এমন কি আত্মা ও দেহের মধ্যেও ঝগড়া বাঁধবে। আত্মা দেহের উপর দোষারোপ করে বলবে : এসব দুষ্কার্যতো তুমিই করেছিলে। তখন দেহ আত্মাকে বলবে : সমস্ত চাহিদা ও দুষ্টামিতো তোমারই ছিল। তখন আল্লাহ তা'আলার পাঠানো একজন মালাক/ফেরেশতা তাদের মধ্যে ফাইসালা করবেন। তিনি বলবেন : তোমাদের দৃষ্টান্ত এমন দু'টি লোকের মত যাদের একজন চক্ষু বিশিষ্ট, কিন্তু খোঁড়া ও বিকলাঙ্গ, চলাফিরা করতে পারেনা। দ্বিতীয়জন অন্ধ, কিন্তু তার পা ভাল, খোঁড়া নয়, সে চলাফিরা করতে পারে। তারা দু'জন একটি বাগানে গেল। খোঁড়া অন্ধকে বলল : ভাই! এই বাগানটিতো ফলে ভরপুর রয়েছে। কিন্তু আমারতো পা নেই যে, গাছ থেকে ফল ছিড়ে আনব। তখন অন্ধ বলল : এসো, আমারতো পা রয়েছে, আমি তোমাকে আমার পিঠের উপর চড়িয়ে নিচ্ছি। অতঃপর তারা দু'জন ইচ্ছা ও চাহিদা মত ফল ছিড়ে আনল। আচ্ছা বলত, এ দু'জনের মধ্যে অপরাধী কে? দেহ ও আত্মা উভয়ে জবাব দিল : দু'জনই সমান অপরাধী। মালাক/ফেরেশতা তখন বলবেন : তাহলেতো তোমরা নিজেরাই তোমাদের ফাইসালা করে দিলে। অর্থাৎ দেহ যেন সওয়ারী এবং আত্মা যেন সওয়ার বা আরোহী।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন : এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা বিস্ময়বোধ করছিলাম যে, আমাদের ও আহলে কিতাবের মধ্যেতো কোন ঝগড়া নেই। তাহলে কিয়ামাতের দিন কার সাথে আমরা ঝগড়া করব? এরপর যখন মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে ফিতনা শুরু হয়ে গেল তখন আমরা বুঝলাম যে, এটাই হল পরস্পরের ঝগড়া যা কিয়ামাতের দিন পেশ করা হবে। (নাসাঈ ১১৪৪৭)

আবুল আ'লিয়া (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আহলে কিবলার ঝগড়া বুঝানো হয়েছে। আর ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মুসলিম ও কাফিরের ঝগড়া উদ্দেশ্য। এসব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

ত্রয়োবিংশতিতম পারা সমাপ্ত।

<p>৩২। যে ব্যক্তি আল্লাহ সন্থকে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে সে অপেক্ষা যালিম আর কে? কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?</p>	<p>۳۲. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۖ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ</p>
<p>৩৩। যারা সত্য এনেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে তারাইতো মুত্তাকী।</p>	<p>۳۳. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ</p>
<p>৩৪। তাদের বাঞ্ছিত সব কিছুই আছে তাদের রবের নিকট। এটাই সৎ কর্মশীলদের পুরস্কার।</p>	<p>۳۴. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ</p>
<p>৩৫। কারণ তারা যে সব মন্দ কাজ করেছিল আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদেরকে তাদের সৎ কাজের জন্য পুরস্কৃত করবেন।</p>	<p>۳۵. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ</p>

কাফির ও মিথ্যাবাদীদের জন্য শাস্তি এবং

অকৃত্রিম মুসলিমদের জন্য রয়েছে পুরস্কার

মহামহিমাবিত আল্লাহ মুশরিকদের সম্পর্কে বলছেন যে, তারা আল্লাহর উপর

মিথ্যা আরোপ করেছে এবং বিভিন্ন প্রকারের অপবাদ দিয়েছে। তাঁর সাথে তারা অন্যদেরকে মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে। কোন সময় তারা মালাইকাকে আল্লাহর কন্যা রূপে গণ্য করেছে এবং কখনও কখনও তারা সৃষ্টজীবের মধ্য হতে কেহকে তাঁর পুত্র বলেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয় হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি এগুলো হতে বহু উর্ধ্বে রয়েছেন।

মুশরিকদের মধ্যে আর একটি বদ অভ্যাস রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা নাবীগণের (আঃ) উপর যে সত্য অবতীর্ণ করেন তা তারা অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তাই মহান আল্লাহ বলেন :

هُوَ الَّذِي كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ (যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে? অর্থাৎ এ ধরনের লোকই সবচেয়ে বড় যালিম। অতঃপর তাদের জন্য যে শাস্তি অবধারিত রয়েছে সেই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সতর্ক করছেন :

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۚ (এ সব লোকের আবাসস্থল হল জাহান্নাম যারা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত অস্বীকার ও অবিশ্বাসের উপরই থাকবে।

মুশরিকদের বদ অভ্যাস এবং ওর শাস্তির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এবার মু'মিনদের উত্তম অভ্যাস ও ওর পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন :

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ (যাঁরা সত্য আনয়ন করেছেন এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন, মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন : এখানে 'সত্য আনয়নকারী' বলতে আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/২৮৯, কুরতুবী ১৫/২৫৬) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ ۚ বলতে নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং وَصَدَّقَ بِهِ ۚ বলতে মুসলিমদেরকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/২৯০)

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ (যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে তারাইতো মুত্তাকী। তাদের বাঞ্ছিত সব কিছুই আছে তাদের রবের নিকট। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : তারা আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় করে এবং শির্ক

থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখে। (তাবারী ২১/২৯২) সাথে সাথে এই বিশেষণ সমস্ত মু'মিনের মধ্যেও রয়েছে। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার উপর তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং তাঁর রাসূলদের (আঃ) উপর ঈমান আনয়নকারী।

তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাত। সেখানে তাদের আকাংখিত সবকিছুই বিদ্যমান রয়েছে। তারা যখন যা চাবে তখনই তা পাবে। এই সৎকর্মশীলদের এটাই পুরস্কার। মহান আল্লাহ তাঁদের পাপ ক্ষমা করেন এবং তাঁদের সৎ কাজ কবুল করে থাকেন। যেমন মহামহিমাবিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصَّٰدِقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

আমি এদের সু-কাজগুলি গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করি, তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ১৬)

৩৬। আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই।

۳۶. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ  
وَتُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ  
دُونِهِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا  
لَهُ مِنْ هَادٍ

৩৭। এবং যাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন তার জন্য কোন পথভ্রষ্টকারী নেই, আল্লাহ কি পরাক্রমশালী দণ্ডবিধায়ক নন?

۳۷. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ  
مُضِلٍّ ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي  
اِنْتِقَامٍ

৩৮। তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর : আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে : আল্লাহ! বল : তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সেই অনিষ্টতা দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? বল : আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা আল্লাহর উপর নির্ভর করে।

৩৮. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ۚ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

৩৯। বল : হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। শীঘ্রই জানতে পারবে -

৩৯. قُلْ يَتَّقُوا اللَّهَ أَتَعْمَلُونَ ۚ قُلْ يَتَّقُوا اللَّهَ أَتَعْمَلُونَ ۚ قُلْ يَتَّقُوا اللَّهَ أَتَعْمَلُونَ ۚ قُلْ يَتَّقُوا اللَّهَ أَتَعْمَلُونَ ۚ قُلْ يَتَّقُوا اللَّهَ أَتَعْمَلُونَ ۚ قُلْ يَتَّقُوا اللَّهَ أَتَعْمَلُونَ ۚ

৪০। কার উপর আসবে লাজ্জনাদায়ক শাস্তি এবং কার উপর আপত্তিত হবে স্থায়ী শাস্তি।

৪০. مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ



## আল্লাহর বান্দাদের জন্য তিনিই যথেষ্ট

একটি কিরা'আতে **اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ** রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য কি যথেষ্ট নন? অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই তাঁর সমস্ত বান্দার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং তাঁরই উপর সবার ভরসা করা উচিত। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন :

**وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ** হে নাবী! তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখাচ্ছে। এটা তাদের অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়।

**وَمَنْ يُضِلِّ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ اَلَيْسَ** আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই। আল্লাহ যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহই পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও দণ্ডবিধায়ক। যারা তাঁর উপর নির্ভর করে তারা কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়না এবং তাঁর দিকে যারা ঝুঁকে পড়ে তারা কখনও বঞ্চিত হয়না। তাঁর চেয়ে বড় মর্যাদাবান আর কেহই নেই। অনুরূপভাবে তাঁর চেয়ে বড় প্রতিশোধ গ্রহণকারীও আর কেহ নেই। যারা তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে এবং তাঁর রাসূলদের সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় তাদেরকে অবশ্যই তিনি কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন।

## মূর্তি পূজকরাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা এবং তাদের দেবতারা কোন কিছু সৃষ্টি করতে অক্ষম

**وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ** তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর : আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে : আল্লাহ! এরপর মুশরিকদের আরও অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলাকে সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা মেনে নেয়া সত্ত্বেও তারা এমন মিথ্যা ও অসার মা'বুদের উপাসনা করেছে যারা কোন লাভ-ক্ষতির মালিক নয়, যাদের কোন বিষয়েরই কোন অধিকার নেই।

**قُلْ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ**

كَاشَفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُّمْسِكَاتٌ رَحْمَتِهِ বল : তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সেই অনিষ্টতা দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তুমি আল্লাহকে স্মরণ কর, তিনি তোমার হিফাযাত করবেন। তুমি আল্লাহর যিকর কর, সব সময় তুমি তাঁকে তোমার কাছে পাবে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সময় তাঁর নি‘আমাতরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, কাঠিন্যের সময় তিনি তোমার কাজে আসবেন। কিছু চাইতে হলে তাঁর কাছেই চাও এবং সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। জেনে রেখ যে, আল্লাহর ইচ্ছা না হলে সারা দুনিয়া মিলে তোমার কোন ক্ষতি করতে চাইলেও তোমার কোনই ক্ষতি তারা করতে পারবেনা। অনুরূপভাবে সবাই মিলে তোমার কোন উপকার করতে চাইলেও এবং সেটা তোমার তাকদীরে লিখিত না থাকলে তোমার কোন উপকার করতে তারা সক্ষম হবেনা। পুস্তিকার লিখা শুকিয়ে গেছে এবং কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার সাথে ভাল কাজে নিমগ্ন হয়ে যাও। বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণে বড়ই সাওয়াব লাভ হয়। সাবরের সাথে সাহায্য রয়েছে। সংকীর্ণতার সাথে সাথেই রয়েছে প্রশস্ততা এবং কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি। (আহমাদ ১/৩০৭) মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন :

هُلْ هُنَّ مُّمْسِكَاتٌ رَحْمَتِهِ اللَّهُ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও : আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর করতে চায় তারা তাঁরই (আল্লাহরই) উপর নির্ভর করুক। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ৬৭) হৃদকে (আঃ) যখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছিল :

إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْرَضْنَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ

আমাদের কথা এই যে, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেহ

তোমাকে দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ : ৫৪) তখন তাদের এ কথার উত্তরে তিনি বলেন :

إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. مِّنْ دُونِهِ ۖ فَكِدُونِي  
جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ. إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ  
ءَاخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক যে, আমি তা থেকে মুক্ত, তোমরা যে ইবাদাতে শরীক সাব্যস্ত করছ তাঁর (আল্লাহর) সাথে। সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাক, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাক্ব এবং তোমাদেরও রাক্ব; ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রাক্ব সরল পথে রয়েছেন। (সূরা হুদ, ১১ : ৫৪-৫৬) এরপর মুশরিকদেরকে ধমকের সুরে বলতে বলা হচ্ছে :

قُلْ يَا قَوْمِ اْعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. مِّنْ يَّاتِيهِ  
عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি। আর এটা হবে কিয়ামাতের দিন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এর থেকে রক্ষা করুন!

৪১। আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি মানুষের কল্যাণের জন্য। অতঃপর যে সৎ পথ অবলম্বন করে সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয় সেতো বিপথগামী হয় নিজেরই

٤١. إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ  
لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ  
أَهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ  
ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا

ধ্বংসের জন্য এবং তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও।	أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ
৪২। আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের, তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলি ফিরিয়ে দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিত্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।	٤٢. اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فِيمِمْسَلٍ ۖ أَلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন :

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ

হে নাবী! আমি সত্য ও সঠিকতার সাথে এই কুরআনকে সমস্ত দানব ও মানবের হিদায়াতের জন্য তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। যে ব্যক্তি এর আদেশ ও নিষেধ মেনে নিয়ে সত্য ও সরল পথে চলবে সে নিজেরই উপকার সাধন করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এর বিদ্যমানতায় ভুল পথের উপর চলবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে।

তুমি তাদের কাজের তত্ত্বাবধায়ক নও। وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

তুমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র, আল্লাহই সবকিছু পরিবেষ্টনকারী। (সূরা হুদ, ১১ : ১২)

## فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার। (সূরা রাদ, ১৩ : ৪০)

### আল্লাহই সকলের স্রষ্টা এবং মৃত্যু দানকারী

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ তাঁরই হাতে এবং তিনি তাঁর খুশি মত যখন ইচ্ছা তখন তা করেন। তিনি তাঁর নিয়োজিত মৃত্যুর মালাক দ্বারা তাঁর বান্দাদের মৃত্যু (বড় মৃত্যু) ঘটান এবং তাদের দেহ থেকে রুহ বের করে নিয়ে আসেন এবং যখন চান তখন সাময়িক মৃত্যু (ঘুম) ঘটান। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন :

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ  
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ

আর সেই মহান সত্তা রাতে নিদ্রারূপে তোমাদের এক প্রকার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন, আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম কর তিনি সেটাও সম্যক পরিজ্ঞাত; অতঃপর তিনি নির্দিষ্ট সময়কাল পূরণের নিমিত্ত তোমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে থাকেন, পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। আর আল্লাহই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রতাপশালী, তিনি তোমাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠিয়ে থাকেন, এমনকি যখন তোমাদের কারও মৃত্যু সময় সমুপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার প্রাণ হরণ করে নেয়, এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনা। (সূরা আন'আম, ৬ : ৬০-৬১)

এ দু'টি আয়াতে প্রথমে ছোট মৃত্যু এবং পরে বড় মৃত্যুর বর্ণনা রয়েছে। আর এখানে এ আয়াতে (৩৯ : ৪২) প্রথমে বড় মৃত্যু এবং পরে ছোট মৃত্যুর বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا

فَيَمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْآخِرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের, তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলি ফিরিয়ে দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।

এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, এ সময় রুহগুলি উর্ধ্বাকাশে অবস্থান করে, যা ইব্ন মানদাহ (রাঃ) এবং আরও অনেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন এবং বিভিন্ন হাদীসেও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়েও আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা যখন বিছানায় ঘুমাতে যাবে তখন তোমাদের বস্ত্র দ্বারা বিছানাটি ঝেড়ে/মুছে নিবে। কারণ তোমরা জাননা যে, তোমাদের বিছানা তাগ করার পর ওতে কি এসেছে। অতঃপর সে যেন পাঠ করে :

بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنِيَّ وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحِينَ.

হে আমার রাব্ব! তোমার পবিত্র নামের বারাকাতে আমি শয়ন করছি এবং তোমার রাহমাতেই আমি জাগ্রত হব। তুমি যদি আমার প্রাণকে আটকিয়ে দাও তাহলে ওটার উপর দয়া কর, আর যদি ওকে পাঠিয়ে দাও তাহলে ওর এমনই হিফায়াত কর যেমন তোমার সৎ বান্দাদের হিফায়াত কর। (ফাতহুল বারী ১১/১৩০, মুসলিম ৪/২০৮৪)

فَيَمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন। অর্থাৎ এ সময়ে তাদের স্থায়ী মৃত্যু (পৃথিবীতে) হওয়ার পর তাদের রুহ আর ফিরিয়ে আনা হয়না এবং যাদের মৃত্যু হতে আরও সময় বাকী থাকে তাদের রুহকে পৃথিবীতে তাদের দেহে আবার ফিরিয়ে দেয়া হয়।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মৃতদের রুহগুলি আল্লাহ আটকে দেন এবং জীবিতদের রুহগুলি ফিরিয়ে দেন। এতে কখনও কোন ভুল হয়না। চিন্তা-গবেষণা করতে যারা অভ্যস্ত তারা এই একটি কথায়ই আল্লাহ তা‘আলার ব্যাপক ক্ষমতার বহু নিদর্শন পেয়ে যায়।

<p>৪৩। তাহলে কি তারা আল্লাহ ছাড়া অপরকে সুপারিশ সাব্যস্ত করেছে? বল : তাদের কোন ক্ষমতা না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও?</p>	<p>٤٣. أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أُولَٰؤِكَ ثُلَاثٌ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ</p>
<p>৪৪। বল : সুপারিশ ইখতিয়ারে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। অতঃপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে।</p>	<p>٤٤. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ۖ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ</p>
<p>৪৫। একক আল্লাহর কথা বলা হলে, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেবতাগুলির উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।</p>	<p>٤٥. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ</p>

**আল্লাহ ছাড়া শাফা'আত কবুল করার কেহ নেই,  
দেবতারা তা করতে অক্ষম**

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের নিন্দা করছেন যে, তারা মূর্তি/প্রতিমাগুলোকে এবং বাজে ও মিথ্যা মা'বুদদেরকে তাদের সুপারিশকারী মনে করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে তাদের কাছে দলীল প্রমাণ কিছুই নেই। আসলে তাদের মা'বুদদের কোন

কিছুর অধিকার নেই এবং তাদের কোন বিবেক-বুদ্ধি এবং অনুভূতিও নেই। তাদের নেই চক্ষু ও কর্ণ। তারাতো পাথর ও জড় পদার্থ ছাড়া কিছুই নয়। তারা জন্তু হতেও নিকৃষ্ট। এ জন্যই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : হে মুহাম্মাদ! তুমি তাদেরকে বলে দাও : এমন কেহ নেই যে আল্লাহর সামনে তাঁর অনুমতি ছাড়া কারও জন্য মুখ খুলতে পারে। সকল সুপারিশ আল্লাহরই ইখতিয়ারে রয়েছে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই।

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে?  
(সূরা বাকারাহ, ২ : ২৫৫)

কিয়ামাতের দিন তোমাদের সবাইকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। সেই দিন তিনি তোমাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করবেন এবং প্রত্যেককেই তিনি তার উত্তম আমলের পুরোপুরি উত্তম প্রতিদান এবং খারাপ আমলের খারাপ বিনিময় প্রদান করবেন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

إِشْمَازَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ এই কান্দিরদের অবস্থা এই যে, তারা আল্লাহর একাত্ববাদের কালেমা উচ্চারণ করা পছন্দ করেনা। আল্লাহর একাত্ববাদের বর্ণনা শুনলে তাদের অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায়। এটা শুনতে তাদের মন চায়না। কুফরী ও অহংকার তাদেরকে এটা হতে বিরত রাখে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ

যখন তাদেরকে বলা হত যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বুদ নেই তখন তারা অহংকার করত। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ৩৫) তাদের অন্তর সত্যকে অস্বীকারকারী বলে বাতিলকে তাড়াতাড়ি কবুল করে নেয়। তাইতো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেবতাগুলোর উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।

৪৬। বল : হে আল্লাহ!

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা!

দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা!

۴۶. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ



<p>আপনার বান্দারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, আপনি তাদের মধ্যে ওর ফাইসালা করে দিবেন।</p>	<p>وَالْأَرْضِ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ</p>
<p>৪৭। যারা যুল্ম করেছে, যদি তাদের দুনিয়ায় যা আছে তা সম্পূর্ণ এবং এর সম পরিমাণ সম্পদও থাকে তাহলে কিয়ামাত দিবসে কঠিন শাস্তি হতে মুক্তিপণ স্বরূপ সকল বিষয় সম্পত্তি তারা দিয়ে দিবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি।</p>	<p>٤٧. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ</p>
<p>৪৮। তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।</p>	<p>٤٨. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ</p>

### কিভাবে দু'আ করতে হবে

মুশরিকদের যে তাওহীদের প্রতি ঘৃণা এবং শিরকের প্রতি ভালবাসা রয়েছে তা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

تُؤْمِنُ قُلُوبُ اللَّهِ فَاَطَرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ...  
 শুধু এক আল্লাহকেই ডাকতে থাক যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং  
 এগুলি তিনি ঐ সময় সৃষ্টি করেছেন যখন এগুলির না কোন অস্তিত্ব ছিল এবং না  
 এগুলির কোন নমুনা ছিল।

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ  
 তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় এবং উদঘাটিত ও লুকায়িত সবই জানেন।  
 এসব লোক যেসব বিষয় নিয়ে মতবিরোধ করছে তার ফাইসালা ঐ দিন হয়ে  
 যাবে যেদিন তারা কাবর হতে বের হয়ে হাশরের মাইদানে আসবে।

আবু সালামাহ ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি  
 আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম  
 তাহাজ্জুদ সালাত কিভাবে শুরু করতেন? আয়িশা (রাঃ) উত্তরে বলেন যে,  
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাতে তাহাজ্জুদ সালাতে  
 দাঁড়াতেন তখন তিনি নিম্নের দু’আ দ্বারা সালাত শুরু করতেন :

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ، فِيمَا كَانُوا فِيهِ  
 يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ  
 إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রাক্ব! হে আসমান ও  
 যমীনকে বিনা নমুনায় সৃষ্টিকারী! হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! আপনিই  
 আপনার বান্দাদের মতবিরোধের ফাইসালাকারী, যে যে জিনিসের মধ্যে মত  
 বিরোধ করা হয়েছে, আপনি আমাকে ঐ সব ব্যাপারে স্বীয় অনুগ্রহে সত্য ও  
 সঠিক পথ প্রদর্শন করুন! আপনি যাকে ইচ্ছা করেন সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন  
 করেন। (মুসলিম ২/৫৩৪)

## কিয়ামাত দিবসে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবেনা

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا  
 এখানে যালিম দ্বারা মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে।  
 মহান আল্লাহ বলেন :

যালিমদের مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ অর্থাৎ মুশরিকদের যদি দুনিয়ায় যা আছে তা সম্পূর্ণ এবং ওর সমপরিমাণ সম্পদও থাকে তাহলে কিয়ামাতের দিন কঠিন শাস্তি হতে মুক্তিপণ স্বরূপ সবকিছু তারা দিয়ে দিতে প্রস্তুত হবে, কিন্তু ঐ দিন কোন মুক্তিপণ এবং বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা, যদিও তারা দুনিয়াপূর্ণ স্বর্ণও দিতে চায়। যেমন মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءٌ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ آفَتَدَّى بِهِ<sup>১</sup> أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে তাদের মুক্তির বিনিময়ে যদি পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ দেয়া হয় তবুও কক্ষনো তা গ্রহণ করা হবেনা। ওদেরই জন্য যজ্ঞগাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং ওদের জন্য কোনই সাহায্যকারী নেই। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৯১) এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি।

وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে। দুনিয়ায় যে শাস্তির বর্ণনা শুনে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করবে।

৪৯। মানুষকে দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে আহ্বান করে। অতঃপর যখন আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে বলে : আমি তো এটা লাভ করেছি আমার জ্ঞানের মাধ্যমে। বস্তুতঃ এটা এক

৪৯. فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ<sup>২</sup> بَلْ

<p>পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝেনা।</p>	<p>هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ</p>
<p>৫০। তাদের পূর্ববর্তীরাও এটাই বলত। কিন্তু তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসেনি।</p>	<p>৫০. قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ</p>
<p>৫১। তাদের কর্মের মন্দ ফল তাদের উপর আপতিত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা যুলুম করে তাদের উপরও তাদের কর্মের মন্দ ফল আপতিত হবে এবং তারা ব্যর্থও করতে পারবেনা।</p>	<p>৫১. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا<sup>১</sup> وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ</p>
<p>৫২। তারা কি জানেনা, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার রিষক বৃদ্ধি করেন অথবা হ্রাস করেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।</p>	<p>৫২. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ<sup>২</sup> إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ</p>

**বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাবার পর যেভাবে মানুষ পরিবর্তিত হয়**

আল্লাহ তা'আলা মানুষের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, বিপদের সময় সে  
অনুনয়-বিনয় ও কাকুতি-মিনতির সাথে আল্লাহকে ডাকে এবং তাঁরই প্রতি

সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু যখনই বিপদ দূর হয় এবং সে শান্তি লাভ করে তখনই উদ্ধত, হঠকারী ও অহংকারী হয় এবং বলতে শুরু করে :

إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ আল্লাহর উপর আমারতো এটা হক ছিল। আল্লাহর নিকট আমি এর যোগ্যই ছিলাম। আমি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেষ্টা-তাদবীরের কারণেই এটা লাভ করেছি। মহান আল্লাহ বলেন :

بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ আসলে তা নয়, বরং এটা আমার একটা পরীক্ষা। যদিও পূর্ব হতেই আমার এটা জানা ছিল, তথাপি আমি এটা প্রকাশ করতে চাই এবং দেখতে চাই যে, সে আমার এ দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, নাকি অকৃতজ্ঞ হচ্ছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা। মহান আল্লাহ বলেন :

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ এরূপ দাবী ও এরূপ উক্তি তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও করেছিল। কিন্তু তাদের কথা সত্য প্রমাণিত হয়নি এবং তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসেনি। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ যেমন তাদের কর্মের মন্দ ফল তাদের উপর আপতিত হয়েছিল তেমনই এদের মধ্যে যারা যুলুম করেছে তাদের উপরও তাদের কর্মের মন্দ ফল আপতিত হবে এবং তারা আল্লাহকে অপারগ ও অক্ষম করতে পারবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা কারুন সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তাকে তার সম্প্রদায় বলেছিল :

لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا تُحِبُّ الْفَرِحِينَ. وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ  
الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ  
إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. قَالَ  
إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ  
مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَن  
ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

দম্ব করনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ দাঙ্গিকদের পছন্দ করেননা। আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তদ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। আর দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলে যেওনা; এবং পরোপকার কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেওনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেননা। সে বলল : এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানতোনা যে, আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানব গোষ্ঠীকে, যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল এবং ছিল অধিক প্রাচুর্যশালী? কিন্তু অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করা হয়না। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৭৬-৭৮) অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ

তারা আরও বলত : আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ : ৩৫) মহান আল্লাহ তাদের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বলেন :

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তার রিয়ক বর্ধিত করেন অথবাহ্রাস করেন?

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ এতে অবশ্যই মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

৫৩। বল : (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ - আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা; আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫৩. قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

৫৪। তোমরা তোমাদের রবের অভিযুক্ত হও এবং তাঁর নিকট

৫৪. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا

<p>আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে, অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবেনা।</p>	<p>لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ</p>
<p>৫৫। অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের নিকট হতে উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতে শাস্তি আসার পূর্বে -</p>	<p>৫৫. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ</p>
<p>৫৬। যাতে কেহকেও বলতে না হয় : হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।</p>	<p>৫৬. أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسَرْتُنِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ</p>
<p>৫৭। অথবা কেহ যেন না বলে : আল্লাহ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুণ্ডাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।</p>	<p>৫৭. أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ</p>
<p>৫৮। অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কেহকে বলতে না হয় : আহা! যদি একবার</p>	<p>৫৮. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى</p>

<p>পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত তাহলে আমি সৎ কর্মশীল হতাম।</p>	<p>الْعَذَابَ لَوْ أَنِّي لِي كَرَّةً فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ</p>
<p>৫৯। প্রকৃত ব্যাপারতো এই যে, আমার নিদর্শন তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি এগুলিকে মিথ্যা বলেছিলে এবং অহংকার করেছিলে; আর তুমিতো ছিলে কাফিরদের একজন।</p>	<p>৫৯. بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ ءَايَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ</p>

### শাস্তি আপতিত হওয়ার পূর্বেই তাওবাহ করতে হবে

এই পবিত্র আয়াতে সমস্ত নাফরমান ও অবাধ্যকে তাওবাহর দাওয়াত দেয়া হয়েছে যদিও তারা মুশরিক ও কাফিরও হয়। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি প্রত্যেক তাওবাহকারীর তাওবাহ কবুল করেন। যে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় তিনি তার দিকে মনোযোগ দেন। তাওবাহকারীর পূর্বের পাপরাশিও তিনি ক্ষমা করে দেন, ওগুলো যেমনই হোক না কেন এবং যত বেশীই হোক না কেন, এমনকি তা যদি সমুদ্রের ফেনা পরিমানও হয়। তবে বিনা তাওবাহয় পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে এমনটি এই আয়াতের অর্থ নেয়া ঠিক নয়। কেননা বিনা তাওবাহয় শিরকের পাপ কখনও ক্ষমা হয়না।

ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এমন কতকগুলো মুশরিক নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে যারা বহু হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল এবং বহুবার ব্যভিচার করেছিল, তারা বলে : আপনি যা কিছু বলেন এবং যে দিকে আহ্বান করেন তা বাস্তবিক খুবই উত্তম। এখন বলুন, আমরা যেসব পাপ কাজ করেছি তার কাফফারা কিভাবে হতে পারে? তখন নিম্নের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ



এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৮)

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ

বল : (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ- আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়েনা। (যাফতুল বারী ৮/৪১১, মুসলিম ১/১১৩, আবু দাউদ ৪/১৬৬, নাসাঈ ৪৪৬) এ আয়াতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় পরবর্তী আয়াত থেকে :

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا

তারা নয় যারা তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭০)

আসমা বিন্ত ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের আয়াতটি পাঠ করতে শোনে :

إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

নিশ্চয়ই সে অসৎ কর্মপরায়ণ। (সূরা হুদ, ১১ : ৪৬) অতঃপর তিনি আরও পাঠ করেন : قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ (বল : (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ - আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়েনা; অবশ্যই আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু) (আহমাদ ৬/৪৫৪, আবু দাউদ ৪/২৮৫, তিরমিযী ৯/১১১) সুতরাং এসব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, তাওবাহ দ্বারা সব পাপই ক্ষমা হয়ে যায়। অতএব আল্লাহর রাহমাত হতে বান্দাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়, পাপ যত বড় ও বেশী হোক না কেন। তাওবাহ ও রাহমাতের দরযা সব সময় খোলা রয়েছে এবং ওগুলি খুবই প্রশস্ত। মহান আল্লাহ বলেন :

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তাওবাহ কবুল

করেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১০৪) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন :

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

এবং যে কেহ দুষ্কার্য করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে পাবে। (সূরা নিসা, ৪ : ১১০) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে এবং তুমি কখনও তাদের জন্য সাহায্যকারী পাবেনা। কিন্তু যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সংশোধিত হয়। (সূরা নিসা, ৪ : ১৪৫-১৪৬) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলে : ‘আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা’বুদের) এক’, অথচ ইবাদাত পাবার যোগ্য এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই নেই; আর যদি তারা স্বীয় উজিসমূহ হতে নিবৃত্ত না হয় তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে অটল থাকবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৭৩) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ আরও বলেন :

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

তারা আল্লাহর সমীপে কেন তাওবাহ করেনা এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেনা? অথচ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৭৪) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা’আলা অন্যত্র বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَهُمْ فِيهِمْ عَذَابٌ أَحْرَقَ

যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবাহ করেনি, তাদের জন্য (নির্ধারিত) আছে জাহান্নামের শাস্তি ও দহন যন্ত্রণা। (সূরা বুরূজ, ৮৫ : ১০) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন : আল্লাহর অসীম দয়া ও মেহেরবানীর প্রতি লক্ষ্য করুন যে, তিনি তাঁর বন্ধুদের ঘাতকদেরকেও তাওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনার দিকে আহ্বান করছেন!

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কীয় হাদীসটিও বর্ণিত আছে যে নিরানব্বইটি লোককে হত্যা করেছিল, অতঃপর অনুতপ্ত হয়ে বানী ইসরাঈলের একজন আবেদকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, তার জন্য তাওবাহর কোন পথ খোলা আছে কি? আবেদ উত্তর দেন : না (তার জন্য তাওবাহর আর কোন ব্যবস্থা নেই)। লোকটি তখন ঐ আবেদকেও হত্যা করে এবং একশ’ পূর্ণ করে। অতঃপর তার জন্য তাওবাহর কোন ব্যবস্থা আছে কি-না তা সে একজন আলেমকে জিজ্ঞেস করে। আলেম উত্তরে তাকে বলেন : তোমার এবং তোমার তাওবাহর মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তারপর ঐ আলেম ঐ লোকটিকে এমন একটি গ্রামে যেতে বলেন যে গ্রামের লোকেরা আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন থাকে। সুতরাং সে ঐ গ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল। কিন্তু পথিমধ্যে সে মৃত্যুমুখে পতিত হল। তখন তার ব্যাপারে রাহমাতের ও আযাবের মালাইকা/ফেরেশতাদের মধ্যে তর্ক বেঁধে গেল। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ তখন যমীনকে মাপার হুকুম করলেন। তখন দেখা গেল, যে সৎ লোকদের গ্রামে সে হিজরাত করে যাচ্ছিল সেটা তার প্রস্থানের গ্রাম থেকে দূরত্বের চেয়ে কম হল। তখন তাকে তাদেরই সাথে মিলিয়ে নেয়া হল এবং রাহমাতের মালাক তার রুহ নিয়ে চলে গেলেন। এও বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর সময় সে বুকের ভরে হিঁচড়ে চলছিল। আল্লাহ তা‘আলা সৎ লোকদের গ্রামটিকে নিকটবর্তী হওয়ার এবং মন্দ লোকদের গ্রামটিকে দূরে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ৬/৫৯১) এটি হল হাদীসের সার সংক্ষেপ। অন্যত্র হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইবন আব্বাস (রাঃ) এ আযাতের তাফসীরে বলেন যে, মহান আল্লাহ তাঁর সমস্ত বান্দাকে স্বীয় ক্ষমার দিকে ডাকেন। তাদেরকেও, যারা মাসীহকে (আঃ) আল্লাহ বলত। তাদেরকেও, যারা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলত। তাদেরকেও, যারা উযায়েরকে (আঃ) আল্লাহর পুত্র বলত; তাদেরকেও, যারা আল্লাহকে দরিদ্র বলত; তাদেরকেও, যারা আল্লাহর হাত মুষ্টিবদ্ধ বলত এবং তাদেরকেও যারা

আল্লাহকে তিন খোদার এক খোদা বলত। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ এসব লোক সম্পর্কে বলেন :

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

তারা আল্লাহর সমীপে কেন তাওবাহ করেনা এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেনা? অথচ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৭৪) অতঃপর মহান আল্লাহ এমন ব্যক্তিকেও তাওবাহর দিকে আহ্বান করেন যার কথা এদের চেয়েও বড় ও মারাত্মক ছিল। সে বলেছিল :

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

আর বলল : আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাব্ব। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ২৪) সে আরও বলেছিল :

مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي

আমি ছাড়া তোমাদের অন্য উপাস্য আছে বলে আমি জানিনা। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৩৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর পরেও যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার বান্দাদেরকে তাওবাহ হতে নিরাশ করে সে মহামহিমাম্বিত আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকারকারী। কিন্তু এটা বুঝে নেয়া দরকার যে, আল্লাহ যে পর্যন্ত কোন বান্দার দিকে মেহেরবানী না করেন সেই পর্যন্ত সে তাওবাহ করার সৌভাগ্য লাভ করেনা। (দুররুল মানসুর ৫/৬২১)

শুতাইর ইব্ন শাকাল (রহঃ) বলেন : ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কুরআনুল হাকীমের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত হচ্ছে নিম্নের আয়াতটি :

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৫৫) ভাল ও মন্দের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক আয়াত হল নিম্নের এ আয়াতটি।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয় স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমা লংঘন করতে।

তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (সূরা নাহল, ১৬ : ৯০)

কুরআন মাজীদে মধ্য সবচেয়ে বেশী খুশীর আয়াত হল সূরা যুমার এর **قُلْ** :  
**يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ**  
 (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার  
 করেছ - আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়েনা। এ আয়াতটি (৩৯ : ৫৩)।  
 সবচেয়ে উৎসাহ ব্যঞ্জক আয়াত হল নিম্নের আয়াতটি :

**وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ**

যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার নিকৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন, আর তাকে  
 তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিয্ক। (সূরা তালাক, ৬৫ : ২-৩) এ  
 কথা শুনে মাসরুক (রহঃ) তাঁকে বলেন : নিশ্চয়ই আপনি সত্য বলেছেন।  
 (তাবারানী ৯/১৪২)

### নিরাশ না হওয়ার উপদেশ

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
 ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর  
 শপথ! তোমাদের পাপরাশিতে যদি আসমান ও যমীন পূর্ণ হয়ে যায়, অতঃপর  
 তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে  
 ক্ষমা করে দিবেন। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! তোমরা যদি পাপ  
 না করতে তাহলে মহামহিমাম্বিত আল্লাহ তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে তোমাদের  
 স্থলে এমন সম্প্রদায়কে আনয়ন করতেন যারা পাপ করত, অতঃপর আল্লাহ  
 তা‘আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত, তখন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে  
 দিতেন। (আহমাদ ৩/২৩৮)

আবু আইউব আনসারী (রাঃ) মৃত্যুর সম্মুখীন অবস্থায় (জনগণকে) বলেন,  
 একটি হাদীস আমি তোমাদের হতে গোপন রেখেছিলাম (আজ আমি তা বর্ণনা  
 করছি)। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি :  
 তোমরা যদি পাপ না করতে তাহলে মহামহিমাম্বিত আল্লাহ এমন এক কাওমকে  
 সৃষ্টি করতেন যারা পাপ করত এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করতেন। (আহমাদ  
 ৫/৪১৪, মুসলিম ৪/২১০৫, তিরমিযী ৯/২২৩) মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا

تُنصَرُونَ তোমরা তোমাদের রবের অভিযুক্ত হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে, অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবেনা। বান্দাদের নৈরাশ্যকে ভেঙ্গে দিয়ে তাদের ক্ষমা করে দেয়ার আশা প্রদান করে মহান আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাওবাহ ও সৎ কাজের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়, এতে যেন মোটেই বিলম্ব না করে। এমন যেন না হয় যে, আল্লাহর আযাব এসে পড়ে, যে সময় কারও কোন সাহায্য কাজে আসবেনা। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي

تَوَابِعِ তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের নিকট হতে উত্তম যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ আল-কুরআন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূর্বে, যাতে কেহকেও বলতে না হয় : হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে অবহেলা করেছি তার জন্য আফসোস! আমি যদি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলতাম তাহলে কতই না ভাল হত! হায়! আমিতো বেঈমান ছিলাম! মহান আল্লাহর বাণীর উপর আমি বিশ্বাস স্থাপন করিনি, বরং তা হাসি-ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। মহান আল্লাহ বলেন :

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَىٰ الْمُحْسِنِينَ الْعَذَابَ لَوْ أَنِّي لَمِنَ الْمُحْسِنِينَ কেহকেও যেন বলতে না হয় : আল্লাহ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে অবশ্যই আমি মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম এবং দুনিয়ায় আল্লাহর নাফরমানী হতে এবং আখিরাতে তাঁর আযাব হতে বেঁচে যেতাম। অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করে যেন কেহকে বলতে না হয় : আহা! যদি পুনরায় আমাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেয়া হত তাহলে আমি অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণ হতাম!

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বান্দা যে আমল করবে এবং যা কিছু বলবে, তাদের সেই আমল ও সেই উক্তির

পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তার খবর প্রদান করেন। আর প্রকৃতপক্ষে তাঁর চেয়ে বেশী খবর আর কে রাখতে পারে?

### وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

তাঁর মত কেহই তোমাকে অবহিত করতে পারেনা, তিনি সর্বজ্ঞ। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ১৪) আর কেই বা তাঁর চেয়ে সত্য ও সঠিক খবর দিতে পারে? আল্লাহ তা'আলা পাপীদের উপরোক্ত তিনটি উক্তির বর্ণনা দিয়েছেন। অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ এই সংবাদ দিয়েছেন যে, যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়েও দেয়া হয় তাহলে তখনও তারা হিদায়াত কবুল করবেনা, বরং আবার নিষিদ্ধ কাজগুলো করতে থাকবে। এখানে তারা যা কিছু বলছে সবই মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক জাহান্নামীকে তার জান্নাতের বাসস্থান দেখানো হবে। ঐ সময় সে বলবে :

لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে হিদায়াত দান করতেন! সুতরাং এটা তার জন্য হবে দুঃখ ও আফসোসের কারণ। আর প্রত্যেক জান্নাতীকে তার জাহান্নামের বাসস্থান দেখানো হবে। তখন সে বলবে : যদি আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দান না করতেন (তাহলে আমাকে ওখানেই যেতে হত)। সুতরাং এটা হবে তার জন্য শোকরের কারণ। (আহমাদ ১/৫১২, ১০৬৬০, নাসাঈ ৬/৪৪৭)

পাপীরা যখন পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের আকাংখা করবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী অবিশ্বাস করার কারণে আফসোস ও দুঃখ প্রকাশ করবে এবং তাঁর রাসূলদের আনুগত্য না করার কারণে অনুতপ্ত হবে তখন মহান আল্লাহ বলবেন :

بَلَىٰ قَدْ جَاءَ نَكَآئِكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ  
প্রকৃত ব্যাপারতো এই যে, আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট এসেছিল, কিন্তু তোমরা ওগুলিকে মিথ্যা বলেছিলে ও অহংকার করেছিলে এবং তোমরাতো কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত। এখন তোমাদের এই দুঃখ, লজ্জা ও অনুতাপ বৃথা। এসব করে এখন আর কোনই লাভ হবেনা। তোমাদের প্রতি তোমাদের কর্মফল নির্ধারিত হয়ে গেছে।

<p>৬০। যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামাত দিবসে তাদের মুখমন্ডল কালো দেখবে। ঔদ্ধত্যদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?</p>	<p>٦٠. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ</p>
<p>৬১। আল্লাহ মুত্তাকীদের উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ; তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করবেনা এবং তারা দুঃখও পাবেনা।</p>	<p>٦١. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِغْفَارَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ أَلْسُوءٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ</p>

## আল্লাহ এবং তাকওয়া অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপকারীদের পরিণাম

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, কিয়ামাতের দিন দুই শ্রেণীর লোক হবে। এক শ্রেণীর লোকের মুখ হবে কালিমাযুক্ত এবং আর এক শ্রেণীর মুখ হবে উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়। বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারীদের চেহারা হবে কালো ও মলিন এবং আহলে সুনাত ওয়াল জামাআতের চেহারা হবে উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যময়। আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারীদের এবং তাঁর সন্তান সাব্যস্ত কারীদেরকে দেখা যাবে যে, মিথ্যা ও অপবাদ আরোপের কারণে তাদের মুখ কালো হয়ে গেছে। সত্যকে অস্বীকার করার এবং অহংকার প্রদর্শনের কারণে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তারা বড়ই লাঞ্ছনার সাথে কঠিন ও জঘন্য শাস্তি ভোগ করবে।



مُفَارَزَتِهِمْ تَبَعِي وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَارَزَتِهِمْ  
 মুত্তাকীদেবকে উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ। তারা ঐ সব আযাব এবং  
 লাঞ্ছনা হতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পেয়ে যাবে। তাদেরকে অমঙ্গল মোটেই স্পর্শ  
 করবেনা। কিয়ামাতের দিন যে ভীতি-বিহ্বলতা ও দুঃখ-দুর্দশা হবে তা থেকে  
 এসব লোক সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে। তারা সম্পূর্ণরূপে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ  
 করবে। এভাবে তারা পরম সুখে কালতিপাত করবে এবং মহান আল্লাহর  
 সর্বপ্রকারের নি'আমাত ভোগ করতে থাকবে।

৬২। আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর কর্মবিধায়ক।	৬২. اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
৬৩। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাৰি তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।	৬৩. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
৬৪। বল : হে অজ্ঞ ব্যক্তিরূ! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করতে বলছ?	৬৪. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ
৬৫। তোমার প্রতি, তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী হয়েছে; তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কাজ নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।	৬৫. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

৬৬। অতএব তুমি আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং কৃতজ্ঞ হও।	<p>٦٦. بَلِ اللّٰهُ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ</p>
---	---

## আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী, শিরককারীদের সমস্ত উত্তম আমল ধ্বংস হয়ে যায়

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, সমস্ত প্রাণী এবং নির্জীব বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, মালিক, রাব্ব এবং ব্যবস্থাপক আল্লাহ তা‘আলা একাই। সব জিনিসই তাঁর অধীনস্থ ও অধিকারভুক্ত। সব কিছুর কর্মবিধায়ক তিনিই।

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবি-কাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং সুফিয়ান ইব্ন ওয়াইনাহ (রহঃ) **مَقَالِيدُ** শব্দের অর্থ করেছেন চাবি। (দুররুল মানসুর ৭/২৪৩, তাবারী ২১/৩২১) সমুদয় প্রশংসার যোগ্য এবং সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই। কুফরী ও অস্বীকারকারীরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে রয়েছে।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এবং অন্যান্যরা ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে, মুশরিক মূর্তি পূজকরা দীনের ব্যাপারে তাদের অজ্ঞতার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রস্তাব করে যে, তিনি যদি ওদের মিথ্যা দীনের প্রভুর ইবাদাত করেন তাহলে তারাও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের রবের ইবাদাত করবে। তখন নিম্নের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় :

قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۖ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ  
مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ  
دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.

বল : হে কাফিরেরা! আমি তার ইবাদাত করিনা যার ইবাদাত তোমরা কর এবং তোমরাও তাঁর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি এবং আমি

ইবাদাতকারী নই তার যার ইবাদাত তোমরা করে আসছ এবং তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল এবং আমার জন্য আমার কর্মফল। (সূরা কাফিরুন, ১০৯ : ১-৬) যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

ذَٰلِكَ هُدَىٰ ٱللَّهُ يَهْدِي بِهِ ٱلْمَن يَشَآءُ ٱلْمِن عِبَادِهِ ۖ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

কিন্তু তারা যদি শিরক করত তাহলে তারা যা কিছুই করত, সবই ব্যর্থ হয়ে যেত। (সূরা আন'আম, ৬ : ৮৮)

بَلِ ٱللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ অতএব তুমি আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং কৃতজ্ঞ হও। আল্লাহ সুবহানাহ আদেশ করছেন : তুমি এবং তোমাকে যারা বিশ্বাস করে এবং অনুসরণ করে তারা শরীকবিহীন আল্লাহর ইবাদাত করতে থাক এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক স্থির করনা। (সূরা আন'আম, ৬ : ৮৮)

৬৭। তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করেনা। কিয়ামাত দিবসে সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমন্ডলী ভাঁজ করা থাকবে তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।

ۖ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ ۞ ۖ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ ۚ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّٰتٌۭ ۚ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحَٰنَهُ ۚ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

### কাফিরেরা আল্লাহর যথাযথ মূল্যায়ন করেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেনা। তাই তারা তাঁর সাথে অন্যদেরকে শরীক করে। আল্লাহর চেয়ে বড় মর্যাদাবান, রাজত্বের অধিকারী এবং

ক্ষমতাবান আর কেহই নেই। তিনিই সবকিছুর মালিক, সবাই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কর্তৃত্বাধীন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : এ আয়াতটি কুরাইশদের উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছিল। সুদী (রহঃ) বলেন : তারা আল্লাহকে সেইভাবে সম্মান প্রদর্শন করতনা যেভাবে করা উচিত। (তাবারী ২১/৩২১) মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) বলেন : আল্লাহকে যেভাবে মূল্যায়ন করা উচিত সেইভাবে যদি তারা তা করত তাহলে তারা তাঁর ব্যাপারে মিথ্যা উদ্ভাবন করতনা। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করেনা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : এ আয়াত কাফির কুরাইশদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তারা যদি আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা বুঝত তাহলে তাঁর কথাকে তারা ভুল মনে করতনা। যে ব্যক্তি আল্লাহকে সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান মনে করে সেই আল্লাহকে সম্মান করে ও তাঁর মর্যাদা দেয়। আর যে এ বিশ্বাস রাখেনা সে আল্লাহকে সম্মান করেনা। (তাবারী ২১/৩২১) এই আয়াত সম্পর্কে বহু হাদীস এসেছে।

এ ধরনের আয়াতের ব্যাপারে পূর্ব যুগীয় সৎ লোকদের নীতিও এটাই ছিল যে, যেভাবে এবং যে ভাষায় ও শব্দে এটা এসেছে সেভাবেই এবং সেই শব্দগুলির সাথেই তাঁরা এটা মেনে নিতেন। এর অবস্থা তাঁরা অনুসন্ধান করতেননা এবং তাতে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধনও করতেননা।

এ আয়াতের তাফসীরে সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীদের একজন বড় আলেম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলে : হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা এটা (লিখিত) পাচ্ছি যে, মহামহিমাম্বিত আল্লাহ সপ্ত আকাশকে এক আগুলের উপর রাখবেন এবং যমীনগুলিকে রাখবেন এক আগুলের উপর, আর বৃক্ষরাজিকে রাখবেন এক আগুলের উপর এবং পানি ও মাটিকে রাখবেন এক আগুলের উপর। আর বাকী সমস্ত মাখলুককে রাখবেন এক আগুলের উপর। অতঃপর তিনি বলবেন : আমিই সব কিছুর মালিক ও বাদশাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথার সত্যতায় হেসে ফেলেন, এমনকি তাঁর পবিত্র মাড়ি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তারপর তিনি নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করেনা। কিয়ামাত দিবসে সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর

হাতের মুষ্টিতে। (ফাতহুল বারী ৮/৪১২, ১৩/৪০৪, আহমাদ ১/৪২৯, মুসলিম ৪/২১৪৭, তিরমিযী ৯/১১২, নাসাঈ ৬/৪৪৬)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : আল্লাহ যমীনকে কজায়ত্ব করে নিবেন এবং আসমানকে ডান হাতে মুষ্টিবদ্ধ করবেন। অতঃপর বলবেন : আমিই বাদশাহ। যমীনের বাদশাহরা কোথায়? (ফাতহুল বারী ৮/৪১৩, মুসলিম ৪/২১৪৮)

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা ‘আলা যমীনগুলি এক অঙ্গুলীর উপর রাখবেন এবং আকাশমণ্ডলী তাঁর ডান হাতে থাকবে। অতঃপর তিনি বলবেন : আমিই বাদশাহ। (ফাতহুল বারী ১৩/৪০৪)

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসরের উপর **وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ** এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং স্বীয় ডান হাত নাড়াতে থাকেন। কখনও তিনি হাত সামনের দিকে করছিলেন এবং কখনও পিছনের দিকে ফিরাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, আল্লাহ তা ‘আলা নিজেই নিজের প্রশংসা করবেন এবং স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবেন। তিনি বলবেন : ‘আমি জাব্বার (বিজয়ী বা সর্বশক্তিমান), আমি মুতাকাব্বির (অহংকারী বা আত্মগর্বী), আমি মালিক (বাদশাহ), আমি আযীয (প্রতাপশালী) এবং আমি কারীম (মহান)। ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাগুলি বলার সময় এমনভাবে নড়ছিলেন যে, তিনি মিসরসহ পড়ে যাবেন নাকি, আমরা এই আশংকা করছিলাম। (আহমাদ ২/৭২, মুসলিম ৪/২১৪৮, নাসাঈ ৪/৪০০, ইব্ন মাজাহ ২/১৪২৯)

৬৮। এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবাই মুর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে,

٦٨. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ  
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي  
الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ

তৎক্ষণাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।	نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ
৬৯। যমীন ওর রবের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, 'আমলনামা পেশ করা হবে এবং নাবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি যুলুম করা হবেনা।	٦٩. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
৭০। প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। তারা যা করে সেই সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।	٧٠. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ

### শিজায় ফুক দেয়া, বিচার হওয়া এবং আল্লাহর প্রতিদান দেয়া

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ

ফুৎকার দেয়া হবে এবং এটা হবে দ্বিতীয় ফুৎকার, যার ফলে প্রত্যেক জীব মরে যাবে, সে আসমানেই থাকুক অথবা যমীনেই থাকুক। কিন্তু আল্লাহ যাদেরকে জীবিত ও সজ্জন রাখার ইচ্ছা করবেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। মাশহুর হাদীসে আছে যে, এরপর অবশিষ্টদের রুহগুলি কবয করা হবে, এমন কি সর্বশেষে স্বয়ং মালাকুল মাউতের রুহ কবয করে নেয়া হবে। শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জীবিত থাকবেন, যিনি চিরজীব, যিনি পূর্ব হতেই ছিলেন এবং পরেও চিরস্থায়ীভাবে থাকবেন। অতঃপর তিনি বলবেন :

## لَمِنَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ

আজ কর্তৃত্ব কার? (সূরা মু'মিন, ৪০ : ১৬) এ কথা তিনি তিনবার বলবেন। তারপর তিনি নিজেকেই নিজে উত্তর দিবেন :

## لِلَّهِ الْوَحْدُ الْقَهَّارِ

আজ কর্তৃত্ব এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ১৬) তিনিই আজ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যিনি প্রত্যেক জিনিসকে নিজের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। আজ তিনি সবকিছুকেই ধ্বংসের হুকুম দান করছেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলুককে দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন। সর্বপ্রথম তিনি জীবিত করবেন ইসরাফীলকে (আঃ)। তাঁকে আবার তিনি শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার নির্দেশ দিবেন। এটা হবে তৃতীয় ফুৎকার। ফলে সমস্ত সৃষ্টজীব, যারা মৃত ছিল তারা জীবিত হয়ে যাবে, যার বর্ণনা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় দেয়া হয়েছে যে, 'আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে'। এর আগেও বর্ণিত হয়েছে যে, একটি যঈফ হাদীসের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থকার এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় অধিকাংশ তাফসীরকারক যে কথা বলেছেন তা একটি সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করেই বলেছেন যে, সর্বমোট দুইবার শিঙ্গাধ্বনি দেয়া হবে।

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। অর্থাৎ তাদের শরীর পঁচে-গলে নষ্ট হয়ে গেলে, হাড়গুলি ধ্বংস কিংবা গুড়া গুড়া হয়ে যাওয়ার পরেও যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন তারা জীবিত হয়ে ভয়-বিহ্বল অন্তরে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হাশরের মাইদানে উপস্থিত হবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

## فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ

এটাতো এক বিকট শব্দ মাত্র। ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ১৩-১৪) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

## يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا

যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর

আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৫২) মহান আল্লাহ অন্য এক জায়গায় বলেন :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً

مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি; অতঃপর তিনি (আল্লাহ) যখন তোমাদেরকে মাটি হতে উঠার জন্য একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে। (সূরা রুম, ৩০ : ২৫)

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক আবদুল্লাহ ইব্ন আমরকে (রাঃ) বলে : আপনি বলে থাকেন যে, এরূপ এরূপ সময়ে কিয়ামাত সংঘটিত হবে (তা কখন হবে?)। ইব্ন আমর (রাঃ) তার এ কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন : আমার মন চায় যে, তোমাদের কাছে কিছুই বর্ণনা করবনা। আমি তো বলেছিলাম যে, অল্প দিনের মধ্যেই তোমরা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার অবলোকন করবে। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমার উম্মাতের মধ্যে দাজ্জাল আসবে এবং চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। চল্লিশ দিন, নাকি চল্লিশ মাস, নাকি চল্লিশ বছর, নাকি চল্লিশ রাত তা আমি জানিনা। তারপর আল্লাহ তা‘আলা ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে (আঃ) প্রেরণ করবেন। তিনি আকৃতিতে উরওয়া ইবন মাসউদ আস সাকাফীর (রাঃ) সাথে খুবই সাদৃশ্যযুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে বিজয়ী করবেন এবং দাজ্জাল তাঁর হাতে মারা যাবে। এর পর সাত বছর পর্যন্ত লোকেরা এমনভাবে মিলে-মিশে থাকবে যে, দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন শত্রুতা থাকবেনা। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা সিরিয়ার দিক হতে এক হালকা ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত করবেন, যার দ্বারা সমস্ত মু‘মিন ব্যক্তির জীবন কবয় করে নেয়া হবে। এমনকি যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান রয়েছে সেও মারা যাবে, সে যেখানেই থাকুক না কেন। যদি সে পাহাড়ের গহ্বরেও অবস্থান করে তবুও ঐ বায়ু সেখানে পৌঁছে যাবে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আরও শুনেছি। অতঃপর শুধুমাত্র মন্দ ও পাপী লোকেরাই বেঁচে থাকবে যারা হবে পাখী ও পশুর মত বিবেক-বুদ্ধিহীন। না তারা ভাল চিনবে, না বুঝবে, আর না মন্দকে মন্দ বলে জানবে। তাদের উপর শাইতান প্রকাশিত হবে এবং সে তাদেরকে বলবে : তোমরা আমার অনুসরণ কর। অতঃপর সে তাদেরকে মূর্তি পূজার নির্দেশ দিবে এবং তারা তখন ওগুলোর পূজা শুরু করে দিবে। ঐ অবস্থায়ও আল্লাহ তা‘আলা তাদের রুখী-রোযগারে প্রশস্ততা দান



করতে থাকবেন এবং তাদের জীবন যাপন হবে প্রাচুর্যময়। তারপর শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং প্রত্যেকে তা কান পেতে শুনতে চেষ্টা করবে। সর্বপ্রথম এই শব্দ যার কানে পৌঁছবে সে হবে ঐ ব্যক্তি যে তার হাউয বা চৌবাচ্চা ঠিকঠাক করতে থাকবে। তৎক্ষণাৎ সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে মারা যাবে। তারপর সবাই এভাবে মারা যাবে এবং কেহই আর জীবিত থাকবেনা। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা শিশিরের মত হবে, যার দ্বারা মানুষের দেহ উদগত হবে। তারপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন সবাই দগ্ধায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে : হে লোকসকল! তোমাদের রবের দিকে চল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَقَفُّوهُمْ<sup>ط</sup> إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ২৪)

তারপর বলা হবে : জাহান্নামের অংশ বের করে নাও। জিজ্ঞেস করা হবে : কত? উত্তরে বলা হবে : প্রতি হাজারে নয়শ’ নিরানব্বই জন। এটা হবে ঐ দিন যে দিন (ভয়ে) শিশুদের চুল ধূসর বর্ণ ধারণ করবে এবং পদনালী উন্মোচিত হবে। (আহমাদ ২/১৬৬, মুসলিম ৪/২২৫৭)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : দুই ফুৎকারের মাঝে চল্লিশের ব্যবধান থাকবে। জনগণ জিজ্ঞেস করলেন : হে আবু হুরাইরাহ (রাঃ)! তা কি চল্লিশ দিন? জবাবে তিনি বলেন : আমি জানি না। তারা বলল : তা কি চল্লিশ বছর? তিনি উত্তর দিলেন : আমি জানি না। তারা জিজ্ঞেস করল : তাহলে কি চল্লিশ মাস? তিনি জবাবে বললেন : আমি জানি না। প্রত্যেক মানুষের (দেহের) সব কিছুই পচে-গলে নষ্ট ও বিলীন হয়ে যাবে। শুধুমাত্র মেরুদণ্ডের একটি অস্থি ঠিক থাকবে। ওটা দ্বারা পুনরায় সৃষ্টি করা হবে। (ফাতহুল বারী ৮/৪১৪) মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ  
وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ  
উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, আমলনামা পেশ করা হবে এবং নাবীদেরকে আনয়ন করা হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : তাঁরা নিজেদের উম্মাতদের নিকট দা‘ওয়াত বা প্রচার কাজ চালিয়েছিলেন। (তাবারী ২১/৩৩৬) আর বান্দাদের ভাল ও মন্দ

কাজের রক্ষক মালাইকাকে আনয়ন করা হবে এবং আদল ও ইনসারের সাথে মাখলূকের বিচার মীমাংসা করা হবে। কারও উপর কোন প্রকারের যুল্ম করা হবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

এবং কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা এবং কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওয়নেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট। (সূরা আশিয়া, ২১ : ৪৭) (মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সং কাজ করে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন। (সূরা নিসা, ৪ : ৪০) এ জন্যই মহামহিমাম্বিত আল্লাহ এখানে বলেন :

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ  
ভাল-মন্দ কার্যের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে এবং তারা যা করে সেই সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

৭১। কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা সেখানে উপস্থিত হবে তখন ওর প্রবেশ দ্বারগুলি খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে : তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য

۷۱. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ هَٰذَا جَاءُوهَا ۖ فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ

<p>হতে রাসূল আসেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের আয়াত আবৃত্তি করত এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করত? তারা বলবে : অবশ্যই এসেছিল। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তি র কথা বাস্তবায়িত হয়েছে।</p>	<p>يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ</p>
<p>৭২। তাদেরকে বলা হবে : জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল!</p>	<p>٧٢. قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ</p>

### কাফিরদেরকে যেভাবে জাহান্নামে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে

আল্লাহ তা‘আলা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী হতভাগ্য কাফিরদের পরিণাম সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তাদেরকে পশুর মত শাসন-গর্জন ও ধমকের সাথে লাঞ্চিত অবস্থায় দলে দলে হাঁকিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন :

يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً

যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে। (সূরা তূর, ৫২ : ১৩) অর্থাৎ তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তারা হবে কঠিন পিপাসার্ত। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

يَوْمَ نَخْشِرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِثَةً

যেদিন আমি দয়াময়ের নিকট মুন্ডাকীদের সম্মানিত মেহমান রূপে সমবেত করব। এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৮৫-৮৬) তা ছাড়া তারা সেদিন হবে বধির, মূক ও

অন্ধ এবং তাদেরকে মুখের ভরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَحَشَرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَٰ وَنُكْمًا وَصُمَّا ۖ مَاؤُهُمْ  
جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا

কিয়ামাতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, বোবা অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম! যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি করে দিব। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৯৭) মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ ۚ كُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُفْسِدُوا ۖ كَيْفَ تَكُونُونَ ۚ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأَنْتُمْ فِيهَا عُثَمٌ ۚ

যখনই তারা জাহান্নামের নিকটবর্তী হবে তৎক্ষণাৎ ওর প্রবেশদ্বারগুলি খুলে দেয়া হবে, যাতে সাথে সাথেই শাস্তি শুরু হয়ে যায়। অতঃপর তাদেরকে সেখানের রক্ষী মালাইকা/ফেরেশতারা লজ্জিত করার জন্য ধমকের সুরে বলবে :

أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ  
يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ تَوَمَّلُوا ۚ تَوَمَّلُوا ۚ تَوَمَّلُوا ۚ تَوَمَّلُوا ۚ تَوَمَّلُوا ۚ تَوَمَّلُوا ۚ تَوَمَّلُوا ۚ

তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেননি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের আয়াত আবৃত্তি করতেন এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করতেন? তারা জবাবে বলবে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ ۚ كُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُفْسِدُوا ۖ كَيْفَ تَكُونُونَ ۚ

হ্যাঁ, আমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল অবশ্যই এসেছিলেন, দলীলও কয়েম করেছিলেন, বহু কিছু আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন, বুঝিয়েছিলেন এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্কও করেছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁদের কথায় কর্ণপাত করিনি, বরং তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলাম। কেননা আমরা হলাম হতভাগ্য। আমাদের ভাগ্যে এই দুর্গতিই ছিল। আমরাতো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে মিথ্যার দিকে ধাবিত হয়েছিলাম। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। যেমন মহামহিমাবান্বিত আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে খবর দিতে গিয়ে অন্য জায়গায় বলেন :

كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۚ قَالُوا بَلَىٰ ۖ قَدْ جَاءَنَا  
نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ۚ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۚ وَقَالُوا

## لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

যখনই তাতে কোন দলকে নিষ্ক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে : তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে : অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম : আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরাতো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছ। এবং তারা আরও বলবে : যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতামনা। (সূরা মুল্ক, ৬৭ : ৮-১০) অর্থাৎ এভাবে তারা নিজেদেরকে তিরস্কার করবে এবং খুবই অনুতপ্ত হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা এর পরে বলেন :

## فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ

তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য! (সূরা মুল্ক, ৬৭ : ১১) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا তাদেরকে বলা হবে : জাহান্নামের দ্বারসমূহ দিয়ে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য। অর্থাৎ যে'ই তাদেরকে দেখবে এবং তাদের অবস্থা জানবে সে'ই পরিস্কারভাবে বলে উঠবে যে, নিশ্চয়ই এরা এরই যোগ্য। এই উক্তিকারীর নাম নেয়া হয়নি, বরং তাকে সাধারণভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে যাতে তার সাধারণত্ব বাকী থাকে। আর যাতে আল্লাহ তা'আলার ন্যায়ের সাম্য পুরা হয়ে যায়। তাদেরকে বলা হবে : এখন তোমরা জাহান্নামে চলে যাও। সেখানে স্থায়ীভাবে জ্বলতে-পুড়তে থাক। ওখান হতে না তোমরা কখনও ছুটতে পারবে, আর না তোমাদের মৃত্যু হবে।

فَبُئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ আহা! উদ্ধতদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট, যেখানে তাদেরকে দিন-রাত জ্বলতে-পুড়তে হবে! অহংকারীদের অহংকার ও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার প্রতিফল এটাই, যা তাদেরকে এরূপ নিকৃষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। এটা কতই না জঘন্য অবস্থা! কতই না শিক্ষামূলক পরিণাম এটা!

৭৩। যারা তাদের রাব্বকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা

۷۳. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا

<p>সেখানে উপস্থিত হবে তখন ওর দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে : তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য।</p>	<p>جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ</p>
<p>৭৪। তারা প্রবেশ করে বলবে : প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের অধিকারী করেছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম!</p>	<p>٧٤. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ</p>

### মু'মিনদেরকে প্রদান করা হবে জান্নাতের সুখ-কানন

উপরে হতভাগ্য ও পাপীদের পরিণাম ও তাদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখানে ভাগ্যবান আল্লাহভীরু ও সৎ লোকদের পরিণামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের বিভিন্ন দল থাকবে। প্রথমে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বিশিষ্ট লোকদের দল, তারপর সৎ লোকদের দল, এরপর তাদের চেয়ে কম মর্যাদাপূর্ণ লোকদের দল এবং এরপর তাদের চেয়েও কম মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের দল থাকবে। প্রত্যেক দলে থাকবে তাদের সম পর্যায়ে লোক। যেমন নাবীগণ থাকবেন নাবীগণের দলে, সিদ্দীকগণ থাকবেন তাঁদের সমপর্যায়ের লোকদের দলে, শহীদগণ থাকবেন শহীদগণের দলে এবং আলেমগণ থাকবেন আলেমদের দলে। মোট কথা, প্রত্যেকেই তাঁর সমপর্যায়ের লোকের সাথে থাকবেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءُوهَا অতীক্রম করে ফেলবেন তখন সেখানে একটি পুলের উপর তাঁদেরকে দাঁড়

করানো হবে এবং পৃথিবীতে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যে যুলুম ও উৎপীড়ন ছিল তার প্রতিশোধ ও বদলা গ্রহণ করিয়ে দেয়া হবে। যখন তাঁরা সম্পূর্ণরূপে পাক-পরিষ্কার হয়ে যাবেন তখন তাঁদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে।

সূর বা শিঙ্গার সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, জান্নাতের দরবার উপর পৌঁছে জান্নাতীরা পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করবে : কার মাধ্যমে তারা প্রথমে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি চাবে! অতঃপর তারা ইচ্ছা করবে আদমের (আঃ), তারপর নূহের (আঃ), তারপর ইবরাহীমের (আঃ), এরপর মূসার (আঃ), তারপর ঈসার (আঃ) এবং এরপর তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ইচ্ছা পোষণ করবে, যেমন হাশরের মাঠে সুপারিশের ক্ষেত্রে করেছিল। এর দ্বারা সর্বক্ষেত্রে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফাযীলাত প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। সহীহ মুসলিমে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : জান্নাতে আমিই হব প্রথম সুপারিশকারী। অন্য রিওয়াযাতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমিই হলাম এমন এক ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম জান্নাতের দরযায় করাঘাত করব। (মুসলিম ১/১৮৮)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, আনাস ইবন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কিয়ামাতের দিন আমি জান্নাতের দরযা খুলতে বললে সেখানের দারোগা আমাকে জিজ্ঞেস করবে : আপনি কে? আমি উত্তরে বলব : আমি হলাম মুহাম্মাদ! সে তখন বলবে : আমার উপর এই নির্দেশই ছিল যে, আপনার আগমনের পূর্বে আমি যেন কারও জন্য জান্নাতের দরযা না খুলি। (আহমাদ ২/১৬৩, মুসলিম ১/১৮৮)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। থুথু, প্রস্রাব, পায়খানা ইত্যাদি কিছুই জান্নাতীদের হবেনা। তাদের পানাহারের পাত্র এবং চিরুণী হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। তাদের ‘অঙ্গারের পাত্র’ হতে সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হবে। তাদের ঘাম হবে মিশুক আম্বর। তাদের প্রত্যেকের দু’জন স্ত্রী হবে, যাদের পদনালী এমন সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হবে যে, ওর মজ্জা মাংসের বাহির হতে দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকবেনা। তাদের অন্তরগুলি হবে যেন একটি অন্তর তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে। (আহমাদ ২/৩১৬, ফাতহুল বারী ৬/৩৬৭, মুসলিম ৪/২১৮০)

হাফিয আবু ইয়া'লা (রহঃ) তার হাদীস গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। তাদের কোন পায়খানা-প্রস্রাব কিংবা থুথু অথবা শ্লেষ্মা হবেনা। তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণের তৈরী। তাদের ঘাম থেকে মিশ্কের আন বের হবে এবং 'অঙ্গারের পাত্র' থেকে সুগন্ধি বের হবে। তাদের স্ত্রীগণ হবেন ছুর, যারা হবেন চপল নয়না এবং তারা দেখতে হবেন একই রকমের। তাদের গঠন হবে যেন একই ব্যক্তির ৬০ হাত লম্বা বিশিষ্ট সন্তান। (ফাতহুল বারী ৪/৪১৭, মুসলিম ৪/২১৭৯, আবু ইয়া'লা ১০/৪৭০)

অন্য একটি হাদীসে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের একটি দল, যাদের সংখ্যা হবে সত্তর হাজার, সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। এ কথা শুনে উক্বাশা ইব্ন মুহসিন (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন : হে আল্লাহ! তাকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন! অতঃপর একজন আনসারী দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন তিনি তাঁকে বলেন : উক্বাশা (রাঃ) তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে। (ফাতহুল বারী ১১/৪১৩, মুসলিম ১/১৯৭)

সত্তর হাজার ব্যক্তিকে যে বিনা হিসাবে জান্নাতে পাঠানো হবে এ ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ), যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ), ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ), রিফা'আ ইব্ন আরাবা আল যুহানী (রাঃ) এবং উম্মুল কায়স বিন্ত মিহসান (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া আবু হাযিম (রহঃ) সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে সত্তর হাজার অথবা সাত লক্ষ লোক এক সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা একে অপরকে ধরে থাকবে। তারা একই সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা হবে চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত (উজ্জ্বল)। (ফাতহুল বারী ১১/৪১৪, মুসলিম ১/১৯৭)

حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ



طَبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ যখন এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তির জ্ঞানাতের নিকট পৌঁছবেন তখন তাঁদের জন্য জ্ঞানাতের দরযাগুলি খুলে দেয়া হবে। সেখানের রক্ষক মালাইকা তাঁদেরকে সালাম জানাবেন এবং বলবেন : আপনারা উত্তম আমল করেছেন, সুতরাং চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য এখানে প্রবেশ করুন।

এটি একটি শর্তযুক্ত বাক্য। এখানে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, যখন তাদেরকে জ্ঞানাতের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে তখন তাদের সম্মানে জ্ঞানাতের দরযাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জ্ঞানাতের পাহারায় নিযুক্ত মালাইকা তাদের সাথে সাক্ষাত হওয়ার পর তাদের প্রতি সালাম জানাবেন, তাদের প্রশংসা করবেন এবং সুসংবাদ প্রদান করবেন। জাহান্নামীদেরকে যখন জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে তখন ওর পাহারাদার মালাইকা তাদেরকে ভৎসনা করবেন ও ধিক্কার জানাবেন। অন্যদিকে জান্নাতীদেরকে তাদের আমলের গুণগত মান ও পরিমান অনুযায়ী জান্নাতে যে স্তর প্রদান করা হবে তদনুযায়ী তারা আনন্দ-উল্লাস করতে থাকবে। এর পরবর্তীতে তাদের জন্য আরও কি রয়েছে এখানে তার উল্লেখ করা হয়নি। একটি সহীহ হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, জ্ঞানাতের আটটি দরযা রয়েছে।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ হতে আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া খরচ করবে তাকে জ্ঞানাতের সবগুলি দরযা হতে ডাক দেয়া হবে। জ্ঞানাতের কয়েকটি দরযা রয়েছে। সালাত আদায়কারীকে ‘বাবুস সালাত’ হতে, দাতাকে ‘বাবুস সাদাকাহ’ হতে, মুজাহিদকে ‘বাবুল জিহাদ’ হতে এবং সিয়াম পালনকারীকে ‘বাবুর রাইয়ান’ হতে ডাক দেয়া হবে। এ কথা শুনে আবু বাকর (রাঃ) বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এরতো কোন প্রয়োজন নেই যে, প্রত্যেক দরযা হতে ডাক দেয়া হোক, কারণ যে দরযা হতেই ডাক দেয়া হোক না কেন, উদ্দেশ্যতো হল জান্নাতে প্রবেশ করা। কিন্তু এমন কোন লোক কি আছে যাকে সমস্ত দরযা থেকে ডাক দেয়া হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : হ্যাঁ, আছে এবং আমি আশা করি যে, আপনিই হবেন তাদের মধ্যে একজন। (আহমাদ ২/২৬৮, ফাতহুল বারী ৪/১৩৩, মুসলিম ২/৭১১)

সাহল ইব্ন সা’দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : জ্ঞানাতের আটটি দরযা রয়েছে। ঐগুলির মধ্যে একটির নাম হচ্ছে ‘বাবুর রাইয়ান’। এটা দিয়ে শুধু সিয়াম পালনকারীই প্রবেশ করবে। (ফাতহুল বারী ৬/৩৭৮, মুসলিম ২/৮০৮)

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ভালভাবে ও পূর্ণমাত্রায় অযু করার পর পাঠ করে :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বুদ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরযা খুলে দেয়া হবে যে দরযা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (মুসলিম ১/২০৯)

মু‘আয (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ হাছে জান্নাতের চাবি।

### জান্নাতের প্রশস্ততা

আমরা মহান আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদেরকেও জান্নাতের অধিবাসী করেন।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলা বলবেন : হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মাতের মধ্যে যাদের হিসাব হবেনা তাদেরকে ডান দিকের দরযা দিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাও। তারা কিন্তু অন্যান্য দরযাগুলিতেও জনগণের সাথে শরীক হবে। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! জান্নাতের চৌকাঠ এত বড় ও প্রশস্ত যে, ওর প্রশস্ততা মাঝা ও হাযারের মধ্যকার দূরত্বের সমান অথবা হাযার ও মাঝার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। অন্য বর্ণনায় রয়েছে মাঝা এবং বাসরার দূরত্বের সমান। (ফাতহুল বারী ৮/২৪৭, মুসলিম ১/১৮৪)

উত্বা ইব্ন গায়ওয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ভাষণে বলেন : আমার নিকট এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, জান্নাতের দরযাগুলির প্রশস্ততা হবে চল্লিশ বছরের পথের দূরত্বের সমান। এমন একটি দিন আসবে যে, ঐ দিন জান্নাতে প্রবেশকারীদের অত্যন্ত ভীড় হবে, ফলে এই প্রশস্ত দরযাগুলিও লোকে পূর্ণ হয়ে যাবে। (মুসলিম ৪/২২৭৮) মহান আল্লাহ বলেন :

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ

হবে তখন রক্ষক মালাইকা/ফেরেশতারা তাদেরকে বলবে : তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।

তোমাদের আমল, কথাবার্তা, চেষ্টা-তাদবীর এবং বদলা-বিনিময় ইত্যাদি সবই আনন্দদায়ক। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন যুদ্ধের সময় স্বীয় ঘোষককে বলতে বলতেন জান্নাতে শুধু মুসলিমরাই যাবে কিংবা বলতেন, মু‘মিনরাই শুধু জান্নাতে যাবে। (ফাতহুল বারী ১১/৩৮৫) মালাইকা/ফেরেশতারা জান্নাতীদেরকে আরও বলবেন :

فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ তোমাদেরকে এ জান্নাত হতে কখনও বের করা হবে না। বরং তোমরা এখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। জান্নাতীরা নিজেদের এই অবস্থা দেখে খুশী হয়ে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন এবং বলবেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। দুনিয়ায় তাদের এই প্রার্থনাই ছিল :

رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسْلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعَادَ

হে আমাদের রাক্ব! আপনি স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা দান করুন এবং উত্থান দিবসে আমাদেরকে লাঞ্চিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯৪) অন্য আয়াতে আছে যে, তারা এ সময় বলবে :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করলে আমরা পথ পেতামনা, আমাদের রবের প্রেরিত রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৪৩) তারা আরও বলবে :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (৩০)  
الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ

প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের দুঃখ দুর্দশা দূরীভূত করেছেন! আমাদের রাক্ষসে ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন, যেখানে ক্রেশ আমাদেরকে স্পর্শ করেনা। এবং ক্লাস্তিও স্পর্শ করেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩৪-৩৫) মহান আল্লাহ জান্নাতীদের আরও উক্তি উদ্ধৃত করেন :

وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوُّهُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ আল্লাহ আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম! এ আয়াতটি মহান আল্লাহর নিম্নের উক্তির মত :

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ  
الصَّالِحُونَ

আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে। (সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ১০৫) এ জন্যই তারা বলবে, জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা আমরা বসবাস করব। এটাই হল আমাদের আমলের উত্তম পুরস্কার।

মি'রাজের ঘটনায় আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলে আমি দেখি যে, ওর তাঁবুগুলি মণিমুক্তা নির্মিত এবং ওর মাটি খাঁটি মিশক আশ্বর। (ফাতহুল বারী ১১/৫৪৭, মুসলিম ১/১৪৮)

৭৫। এবং তুমি মালাইকাকে দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চতুস্পার্শ্বে ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে। বলা হবে : প্রশংসা জগতসমূহের রাক্ষ

৭৫. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ

আল্লাহর প্রাপ্য।

رَبِّ الْعَالَمِينَ.

আল্লাহ তা‘আলার জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের ফাইসালা শুনিতে দেয়া এবং তাদেরকে তাদের আবাসস্থলে পৌঁছে দেয়ার অবস্থা বর্ণনা করা হতে ফারোগ হওয়া এবং তাতে নিজের আদল ও ইনসাফ প্রমাণ করার পর এবার এই আয়াতে তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংবাদ দিচ্ছেন : হে নাবী! কিয়ামাতের দিন তুমি মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চতুস্তপার্শ্বে ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর সমস্ত মাখলূকের মধ্যে ন্যায়ের সাথে বিচার করা হবে। এই সরাসরি ন্যায় ও করুণাপূর্ণ ফাইসালায় খুশী হয়ে সারা বিশ্বজগত আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করতে শুরু করবে এবং প্রাণী ও নিস্প্রাণ বস্তু হতে শব্দ উঠবে :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি বিশ্বজগতের রাকব। যেহেতু ঐ সময় প্রত্যেক শুক্ল ও সিক্ত জিনিস আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করবে সেই হেতু এখানে **مَجْهُول** বা কর্মবাচ্যের রূপ আনয়ন করে কর্তাকে **عَام** বা সাধারণ করা হয়েছে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, মাখলূককে সৃষ্টি করার সূচনাও হয়েছে আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আন‘আম, ৬ : ১) আর মাখলূকের পরিসমাপ্তিও হয়েছে প্রশংসা দ্বারা। যেমন মহামহিমাবিত্ত আল্লাহ বলেন :

وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ তাদের মধ্যে বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে; বলা হবে : প্রশংসা জগতসমূহের রাকব আল্লাহরই প্রাপ্য।

সূরা যুমার - এর তাফসীর সমাপ্ত।